

॥ শ্রীশুক-গৌরাঙ্গো জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

—:—

শ্রীশুক উবাচ ।

অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ স্ত্রিয়ং গৃহীতান্ধবিলেপভাজনাম্ ।

বিলোক্য কুজাং যুবতীং বরাননাং পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্ রসপ্রদঃ ॥ ১ ॥

১ । অর্থঃ : শ্রীশুকঃ উবাচ । অথ (সুদাম গৃহাং নির্গত্য) রাজপথেন ব্রজন্ মাধবঃ গৃহী-
তান্ধবিলেপ ভাজনাম্ কুজাং বরাননাং (সুমুখীং) যুবতীং স্ত্রিয়ং যান্তীং (পথি গচ্ছন্তিঃ) বিলোক্য রসপ্রদঃ
প্রহসন্, (হাসং কুর্বন্) পপ্রচ্ছ ।

১ । মূল্যাবাদ : শ্রীশুকদেব বললেন — অনন্তর সুদামার গৃহ থেকে বের হয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাজ-
পথে চলতে চলতে দেখতে পেলেন, সুমুখী যুবতী কুজা চন্দনাদি অঙ্ক-বিলেপন-পাত্র হাতে নিয়ে কংসগৃহে
যাচ্ছে । কৃষ্ণ হাসতে হাসতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন । —

১ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : রাজপথেনেতি, তস্মিন্, লোকসুখদাতৃঃ দর্শয়তি ।
যুবতীমিতি কামিনামিতি পদদ্বয়েনাগ্ন্যঙ্গ-সৌষ্ঠবং স্বস্বীতি বোধিতম্ । যান্তীং কংসগৃহং গচ্ছন্তীম্ ; তথা
চ তস্মা এবোক্তিঃ শ্রীহরিবংশে — ‘রাজঃ স্নানগৃহং যামি’ ইতি । প্রকর্ষণে সা কুততয়া হসন্ স্বভাবত এব রস-
প্রদঃ । অত্র তু রসঃ কুজায়াং শৃঙ্গারঃ, সহচরেষু হাস্যং, সর্বত্র বদন্তঃ, তং তং প্রদাতুমিত্যর্থঃ ॥

১ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবৃত্তি : রাজপাথেন — এই পদটি ব্যবহারে পথ-চলতি
জনের প্রতি কৃষ্ণে সুখদাতৃ গুণের প্রকাশ দেখানো হয়েছে । যুবতীং — ‘যুবতীং’ ও ‘কামিনাম্’ পদদ্বয়ে
কুঁজ ছাড়া অগ্ন অঙ্গের সৌষ্ঠব যে কুজার আছে, তা বুঝানো হল । যান্তীং — কংসগৃহে গমনপর । একপই
কুজার উক্তি দেখা যায় শ্রীহরিবংশে, যথা — ‘রাজার স্নানগৃহে যাব’ । প্রহসন্, — [‘প্র’ প্রকৃষ্ট] অর্থাৎ
আগ্রহ সহকারে হাসতে হাসতে (জিজ্ঞাসা করলেন) । রসপ্রদঃ — কৃষ্ণ স্বভাবতঃই রসপ্রদ এখানে কিন্তু

কা ত্বং বরোর্কেততুহানুলেপনং কস্তাজ্ঞানে বা কথয়স্ব সাধু নঃ ।
দেহাবয়োরঙ্গবিলেপমুত্তমং শ্রেয়স্তত্তস্তে ন চিরান্ডবিষ্ণতি ॥ ২ ॥

২ । অন্নয়ঃ : [হে] অজ্ঞনে! [হে] বরোর! ত্বং কা? কস্তা বা এতদ্ অনুপেলনং? উহ (ইতি বিতর্কসূচক অবায়পদং) নঃ (অস্বভ্যাং) সাধু (যথা' যথা স্তান্তথা) কথয়স্ব । উত্তম্ বিলেপন আবয়োঃ দেহি, ততঃ (অনুলেপদানেন হেতুনা) তে (তব) ন চিরং (অবিলম্বেন) শ্রেয়ঃ ভবিষ্ণতি ।

২ । মূলোক্তাবাদঃ : হে বরোর! হে অজ্ঞনে! তুমি কে? কার জন্মই বা এই চন্দনাদি অঙ্গ বিলেপন দ্রব্য নিয়ে যাচ্ছ? সত্য বল । এই উত্তম বিলেপন আমাদের গায় লাগিয়ে দাও, এতে তোমার অবিলম্বে মঙ্গলের উদয় হবে ।

কুজার বিষয়ে শৃঙ্গার রসপ্রদ আর সহচর বালকদের বিষয়ে হান্তরসপ্রদ—সর্বত্রই কিন্তু অদ্রুত রস অর্থাৎ চিত্তচমৎকারী আনন্দপ্রদ । ॥ জী° ১ ॥

১ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : দ্বিচত্বারিংশকে কুজাহাস্তোন্নমনচাপভিঃ ।

কংসসেনাবধারিষ্টকর্ণরঙ্গোৎসবাত্ত্বং ॥

অঙ্গবিলেপাঃ চন্দনাদয়ঃ, রসং কুজায়াঃ শৃঙ্গারং, সহচরেষু হান্তং সর্বত্র তদ্রুতং প্রদদাতীতি সং । ইয়ং স্বরূপভূত্যাঃ সাক্ষাদ্ভূতঃ সত্যভামায়া অংশভূতা অস্তা এব বিভূতিঃ পৃথিবী প্রসিদ্ধা । অতস্তয়া সর্হৈক্যে-
নেয়ং পরঃসহস্র চুষ্টানুর-ভার-ভুগ্নং স্বকুঞ্জন দর্শয়ন্তী স্বীয়ং গন্ধগুণং চন্দনাদিমিষণোপহরন্তী পৃথিব্যেব
পরমভক্তা প্রীত্যা পথি সঙ্গতাভূৎ ভগবাংশ্চ সানন্দমেব গন্ধং গৃহীত্বা স্বীয়ং মাধুর্যমেব রসং দদানো ভো মদন্তে
পৃথি, সংপ্রত্যেব কংসাদিস্বভাবান্ ময়াপহতানেব বিদ্ধি ; তদধুনৈব ত্বং সূক্ষ্মা ভবেতি তামাশ্বাসয়ন্নানন্দমগ্নাং
স্বাঙ্গীং চক্রে ইতোবৈতং প্রকরণতত্ত্বমিতি কেচিদাহঃ । ॥ ১ ॥

১ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ : এই ৪২ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে — হাসি-উদ্বেককারী-কুজার কুঁজ দূরীভূত করণ, ধনুর্ভঙ্গ, কংসসেনা বধ, কংসের অরিষ্ট দর্শন এবং রঙ্গাৎসবাদি ।

অঙ্গ-বিলেপাঃ — চন্দনাদি অঙ্গ বিলেপন । রসপ্রদঃ — রসপ্রদ কৃষ্ণ, কুজাকে শৃঙ্গাররস অর্থাৎ আনন্দ দান, আর নিজ সহচরদিগকে হান্তরস দান, সর্বত্রই কিন্তু চিত্তচমৎকারী রূপে দান । এই কুজা স্বরূপ-
ভূতা সাক্ষাৎ ভূগক্তি সত্যভামার অংশভূতা — এঁরই বিভূতি হল এই প্রসিদ্ধ পৃথিবী । সুতরাং এই পৃথিবীর
সহিত ঐক্য হেতু ইনি পরসহস্র চুষ্ট অনুরভারে প্রাপ্ত-ব্রততা নিজ কুঁজলক্ষণে দেখাতে দেখাতে, আর নিজের
গন্ধগুণ চন্দনাদি ছলে উপহার দিতে দিতে পৃথিবীর মত পরমভক্তিভরে প্রীতিতে পথে মিলিত হলেন ।
শ্রীমাধবও আনন্দের সহিত গন্ধ গ্রহণ করত নিজ মাধুর্যরস দান করতে করতে এইরূপ বললেন যথা — ওহে
আমার ভক্ত পৃথি! এই এখনই কংসাদি নিজসৃষ্টি আমার দ্বারাই অপহৃত হল বলে জান । সুতরাং
এখনই তুমি সূক্ষ্ম হয়ে উঠবে, এইরূপ আশ্বাস দান করত আনন্দ-মগ্না কুজাকে সোজা করে দিলেন — এই

সৈরজ্জ্যুবাচ ।

দাশ্মম্যাহং সুন্দর কংসসম্মতা ত্রিবক্রনামা হনুলেপকর্মণি ।

মদ্ভাবিতং ভোজপতেরতিপ্রিয়ং বিনা যুবাং কোহন্যতমস্তদহঁতি ॥ ৩ ॥

৩ । অন্বয় : সৈরজ্জী উবাচ, [হে] সুন্দর ! অহং [তব] দাসী অস্মি । অহংহি অনুলেপ কর্মণি কংসসম্মতা ত্রিবক্রনামা দাসী [অস্মি] । ভোজপতে: (কংসস্ত) অতিপ্রিয়ং মদভাবিতং তং (অনুলেপনং) যুবাং বিনা অন্ততমঃ (অন্য কোনাম জনঃ) অহঁতি (লব্ধং যোগ্য ভবতি) ।

৩ । মূল্যাবাদ : ত্রিবক্রা নামক সৈরজ্জী বললেন— হে সুন্দর ! আমি তোমার দাসী । একমাত্র অনুলেপন-সাধন-কর্মেই কংস-সম্মতা দাসী আমি । আমার দ্বারা নিষ্পাদিত, ভোজপতি কংসের অতি প্রিয় এই অনুলেপনের যোগ্য তোমরা দুজন ছাড়া অন্য আর কে হতে পারে ?

রূপই এই প্রকরণের তত্ত্ব, কেউ কেউ এরূপ বলে থাকেন । । বি° ১ ॥

২ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : সাধু সত্য বা লজ্জয়া যত্নস্তিবৈকল্যং, তদ্বিনৈব বা যদি স্ত্যাং । অঙ্গবিলেপমস্মদগাত্রযোগাম্ ; তথা চ তত্রৈব—‘তামুবাচ হসন্তীং তু কৃষ্ণঃ কুজামবস্থিতাম্ । উভয়োর্গাত্রসদৃশং দীয়তামনুলেপনম্ ॥’ ইতি । কিঞ্চ, ‘বয়ং বিদেশাতিথয়ো মল্লাঃ প্রাপ্তা বরাননে । ঋতুঃ ধনুর্মহং দিব্যং রাষ্ট্রকৈব মহর্কিমং ॥’ ইতি । সম্বোধনদ্বয়মুপহাসেন । বরৌ উরু যস্তা ইতি ন কেবলং তাবৈব তাদৃশৌ, অপি ত্বঙ্গং মূর্তিঃ প্রব প্রশস্তং যস্তা অস্তীতি সর্বৈ গুণাঃ সম্ভাব্য । তত্রৈকমেবাত্র বহুং দোষ ইত্যভিপ্রায়াং ॥

২ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : কথয়ন্ত সাধু সত্য করে বল । বা লজ্জায় যে, কথা জড়িয়ে আসে, তা বাদ দিয়ে বল, বা যদি আমাদের অঙ্গের যোগ্য বিলেপন থাকে তা বল । এরূপই শ্রীহরি-বংশে আছে যথা— “হাসি হাসি মুখে অবস্থিত সেই কুজাকে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের উভয়ের গা’য়ের রং-এর সঙ্গে মিলিয়ে অনুলেপন দাও” । আরও “হে বরাননে । আমরা বিদেশাগত মল্ল, দিব্য ধনুর্ঘণ্ট ও সমুদ্বিশালী নগরী দেখার জন্য এসেছি ।” হে বরোরু । হে অঙ্গনে । সম্বোধনদ্বয় উপহাসে । শ্রেষ্ঠ উরুদ্বয় যার, সেই নারী বরোরু । কেবল উরুদ্বয়ই যে তোমার শ্রেষ্ঠ, তাই নয়, পরন্তু তুমি ‘অঙ্গনা’, মূর্তিও তোমার প্রশস্ত অর্থাৎ প্রশংসনীয় । — কাজেই সব গুণই তোমাতে আছে, তবে একটি দোষই তোমার বহু দোষের আকর হয়ে দাঁড়িয়েছে । — এরূপ অভিপ্রায় এখানে । ॥ জী° ২ ॥

২ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : হে অঙ্গনে হে বরোরু ইতি সোপহাসং সান্তঃস্পৃহঞ্চ সম্বোধ্য পৃচ্ছতি — কা ঙ্ কস্ত বা এতদনুলেপনম্ ॥ ২ ॥

২ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : হে অঙ্গনে — হে সুন্দরি, হে বরোরু । — উপহাস ও

অন্তরে অন্তরে অভিলাষের সহিত একরূপ সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করছেন— তুমি কে ? কার জন্তই বা এই বিলেপন নিয়ে যাচ্ছ ?

৩। শ্রীজীব বৈ° তো° ঢীকা : ত্রিবক্রনামেতি পুংবদ্ভাব আৰ্ঘ্যঃ। হি প্রসিদ্ধো। তথা চ তত্রৈব—‘কুতশ্চাগম্যতে সৌম্য যন্মাং ভং নাববুধ্যসে। মহারাজশ্চ দয়িতাং নিযুক্তামনুলেপনে ॥’ ইতি। ময়া ভাবিতং সাধিতং তদনুলেপনম্। যুবামিতি সামান্তোক্ত্যা শ্রীরামেইপি তদহঁতা-প্রাপ্তিস্তৎসম্বন্ধেইনৈবা-ভিপ্রেয়তে। হে স্তুন্দরেতি তত্রৈব সম্বোধনেন তদেকতাৎপর্যাত্মকং। যুবাং বিনাহন্যেযু বহুযু শ্রেষ্ঠা যঃ, সোইপি কোইহঁতি ? যদ্বা, অন্যতমো যুবাভ্যামত্যন্তভিন্ন ইতি যুগ্মদ্বীয়াঃ সখায়াইপ্যাহঁতীতি। অন্যতমঃ। যদ্বা, তবাহং দাস্যস্মীতি ভাববিশেষেণোদাবুজ্ঞা পশ্চাৎ তৎপ্রশ্নোত্তরমাহ—কংসেত্যাদিনা ॥

৩। শ্রীজীব বৈ° তো° ঢীকাবুবাদ : সৈরঞ্জী— পরগৃহে শিল্পকর্মে নিযুক্তা স্বাধীনা শ্রী-লোক। — তিন স্থানে বক্র তাই ত্রিবক্রা (এখানে আৰ্ঘ্য প্রয়োগ ত্রিবক্র) নামে হি— প্রসিদ্ধ। শ্রীহরি বংশেও একরূপ আছে, সৈরঞ্জী বললেন— হে সৌম্য ! তুমি কোথেকে এসেছ, মহারাজের প্রিয়পাত্রী, অনু-লেপন কর্মে নিযুক্তা আমাকে চিনতে পারছ না ! যদ্যুপাধিতম্—আম'র দ্বারা সাধিত তৎ—এই অনুলেপন-ধারণ যোগ্যতা আর কার আছে ? যুবাং বিনা—‘তোমরা দুজন বিনা’—এইরূপে অনির্দিষ্টভাবে সাধারণ উক্তির অভিপ্রায়, রামেরও যোগ্যতা আছে—কিন্তু এই যোগ্যতা কেবল অনুলেপন-প্রাপ্তি সম্বন্ধেই—ইহা পাওয়া যাচ্ছে এক বচনে ‘হে স্তুন্দর’ সম্বোধনেই—এই সম্বোধনের উদ্দেশ্য একমাত্র কৃষ্ণই, তদেক তাৎপর্য হেতু। — ‘যুবাং বিনা’ তোমরা দুজন ছাড়া অন্যতমঃ—অন্য বহুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাঁরা আছেন, তারাই বা যোগ্য হবেন কি করে ? অথবা, ‘অন্যতমঃ’ তোমাদের দুজন থেকে অত্যন্ত ভিন্ন কেই বা যোগ্য হতে পারে, এতে বুঝা যাচ্ছে তোমাদের সখারাও যোগ্য বটে। [আর যা কিছু স্বামিপাদ—‘ত্রিবক্রা’ গ্রীবা, উরু ও কটি এই তিন স্থানে বক্র। তাই নাম ত্রিবক্রা। অবুলেপকর্মণি—অনুলেপন সম্পাদন ক্রিয়াতে কংসের আদরে স্বীকৃত দাসী আমি।] প্রথমে ভাববিশেষে বললেন, আমি তোমার দাসী, পরে তুমি কে ? কৃষ্ণের এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন—‘কংস সম্মতা’ ইত্যাদি কথা।

॥ জী° ২ ॥

৩। শ্রীবিষ্ণুশাস্ত্র ঢীকা : দাস্যস্মীতান্যাস্য সম্বন্ধিপদস্যামুপাদানাং প্রত্যাসক্ত্যা তবেতি জ্ঞাতনম্। তবেত্যুক্তে অন্তঃ ভাবব্যক্তিঃ সাদৃশ্যাদিতি তন্ন প্রযুক্তং, স্তুন্দরেত্যেকবচনেনৈকস্মিন্ কৃষ্ণ এব স্পৃহা যুবামিতি দ্বিবচনেন স্বীয়ভাবস্যাবহিতা চ জ্ঞোতিত। তিস্রো গ্রীবোরঃকটায়ো বক্রা যস্যঃ সা নাম যস্যঃ সা। পুংবদ্ভাব আৰ্ঘ্যঃ। হি এবার্থে, অনুলেপনকর্মণ্যেবাহং কংসসংমতা ন অন্যত্র কুজদোষা-দিতি স্ব-শুদ্ধির্জ্ঞাপিতা। ॥ ৩ ॥

রূপ-পেশল-মাধুর্য-হসিতালাপ-বীক্ষিতৈঃ ।

ধর্ষিতাত্মা দদৌ সান্দ্রযুভয়োরনুলেপনম্ ॥ ৪ ॥

৪ । অল্পয় : [কৃষ্ণস্য] রূপ-পেশল মাধুর্য-হসিতালাপ বীক্ষিতৈঃ ধর্ষিতাত্মা (মোহিত চিত্তা সতী) উভয়োঃ সান্দ্রং অঙ্গলেপনম্ দদৌ ।

৪ । যুলাবুবাদ : কৃষ্ণের রূপ, সম্মোহন-কর্ম-দক্ষতা, হাসি মাখানো আলাপ ও কটাক্ষ, এসব দ্বারা মোহিত-চিত্তা কুজা কৃষ্ণরাম উভয়কে ঘন অনুলেপন দান করলেন ।

৩ । শ্রীবিম্বনাথ টীকাবুবাদ : দাস্যাম্মাহং—কুঁজী বলল, আমি দাসী । কার দাসী, তা উল্লেখ না করায় চোতিত হচ্ছে যে, এই সম্মুখের প্রশ্ন কর্তারই দাসী । কিন্তু ‘তব’ (অর্থাৎ তোমার) শব্দটি স্পষ্ট উক্তি করলে মিথ্যা ভাব ব্যক্ত হত (কেননা অনুলেপন রামকৃষ্ণ উভয়কেই দেওয়া হয়েছে), তাই তা প্রযুক্ত হয় নি । ‘সুন্দর’ এই এক বচন প্রয়োগে এক কৃষ্ণেতেই যে স্পৃহা এবং ‘যুবাং’ (অর্থাৎ তোমরা দুজন এই দ্বিবচন প্রয়োগে স্বীয়ভাবে ‘অবহিতা’ (অর্থাৎ গোপন-করণ ইচ্ছা) চোতিত হচ্ছে । দ্বিবচন—গ্রীবা-উরু ও কটি এই তিন স্থানে বাঁকা বলে নাম হল দ্বিবক্রা । হ্যাবুলেপন-কর্মণি—(‘হি’ এর অর্থে) একমাত্র গন্ধ দ্রব্যাদি লেপন কর্মেই আমি কংসসম্মতা—কংসের দ্বারা স্বীকৃতা, অঙ্গঅঙ্গাদি অত্র কোন কর্মে নয়, কুজদোষ হেতু, এইরূপে নিজের পবিত্রতা জানানো হল । ॥ বি° ৩ ॥

৪ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : রূপেতি তৈর্য্যাখ্যাতম্ ; যদ্বা, মাধুর্য্যং স্বভাবতো মনো-হরত্বম্ ; তদ্বক্তৃম্—‘কিমেতদ্বক্তৃমিব বাস্তুদেবেখিলাত্মনি’ (শ্রীভা ১০।১৩।৩৬) ইত্যাদি ; তচ্চ রূপং পেশলং সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠবযুক্তং, ‘বাচঃ পেশৈঃ’ (শ্রীভা ১০।৭০।৪৫) ইতিবৎ । তথা তত্রৈব ; হসিতেনা-লাপেন বীক্ষণেন চ বিশেষত ইত্যর্থঃ । রূপাদিভিরিতি শ্রীকৃষ্ণসৌবেতি জ্ঞেয়ং, তত্রৈব ভাবস্য স্বয়মভি-বাজ্জয়িত্বমাণত্বাৎ । উভয়োরপি যোগ্যং তদিচ্ছ্যা দদৌ সমর্পিতবতী । তথা চ বিষ্ণুপুরাণে—‘শ্রুত্বা তমাহ সা কৃষ্ণং গৃহতামিতি সাদরম্ । অনুলেপনং প্রদদৌ গাত্রযোগ্যমথোভয়োঃ ॥’ ইতি । অত্র দানং হস্তে সমর্পণং, গাত্রে লেপনং বা । পূর্ব্বত্র সান্দ্রমিতি তৎসংজ্ঞকং, ততঃ স্ববহনযোগ্যেন স্বলেনাপি সহচরবৃন্দ-সহিতয়োঃ পর্যাাপ্তিরভূদिति বোধাতো, উত্তরত্র সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্তিমিত্যর্থঃ । উভয়ত্র মালাকল্লানুপঘাতপূর্ব্বকানু-লেপনং জ্ঞেয়ম্ ॥

৪ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : [শ্রীস্বামিপাদ : রূপং—তঙ্গসৌষ্ঠব, পেশল—সৌকুমার্য, মাদুর্য—রসিকতা, হসিতালাপ—হাসতে হাসতে আলাপ, এবং বীক্ষিতৈঃ—কটাক্ষের দ্বারা, ধর্ষিতাত্মা—মোহিত চিত্তা । অথবা, মাদুর্য্যং—স্বভাবতঃ মনোহরত্ব । — এইরূপে সেই মধুর্যের কথা বলা হয়েছে, “অখিলআত্মা বাস্তুদেবে অদ্বুতবৎ এ কি দেখেছি ?” —(শ্রীভা° ১০।১৩।৩৬) । ইত্যাদি । — আরও সেই রূপং—পেশল অর্থাৎ সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠব যুক্ত — ‘বাচঃ পেশৈঃ’ —(শ্রীভা°

ততস্তাবঙ্গরাগেণ স্ববর্ণেতরশোভিনা ।

সম্প্রাপ্তপরভাগেন শুশুভাতেহনুরঞ্জিতৌ ॥ ৫ ॥

৫ । অন্নয় : ততঃ (তদনন্তরং) তৌ (কৃষ্ণরামৌ) স্ববর্ণেতর শোভিনা (কৃষ্ণরাময়োঃ স্বর্ণাভ্যাং ভিন্নেন অর্থ্যাং পীত বর্ণেন শ্যামবর্ণেন চ শোভিতুং শীলং যন্ত তেন) সম্প্রাপ্তপরভাগেন (সম্প্রাপ্ত 'পরভাগঃ' শোভাতিশয়ো যেন তেন) অঙ্গরাগেন অনুরঞ্জিতৌ সন্তৌ শুশুভাতে ।

৫ । মূলানুবাদ : অতঃপর কৃষ্ণরাম নিজ নিজ বর্ণ থেকে ভিন্নবর্ণে অর্থ্যাং তাঁদের শোভিত করণে উপযুক্ত স্বভাববিশিষ্ট পীত ও নীলবর্ণ অঙ্গরাগে অনুরঞ্জিত দেহা হয়ে শোভা পেতে লাগলেন ।

১০।৭০ ৪৫) । ইতিবং । হাসিতে-আলাপে-চাউনিতে বিশেষভাবে মনোহর । শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি দ্বারাই মোহিত হলেন, —কৃষ্ণ সঙ্ক্ষে কুজা নিজেই পূর্বল্লোকে 'সুন্দর' শব্দে সেরূপ মনোভাব প্রকাশ করায়, ইহা বুঝা যাচ্ছে । কৃষ্ণরাম উভয়েই অনুলেপনের যোগ্য, তাই কৃষ্ণচ্ছায় উভয়কেই অনুলেপন সমর্পণ করলেন কুজা । —শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সেরূপই আছে — “সেই কুজা কৃষ্ণের রসময় কথা শুনে তাঁকে বললেন, এই নেও — একপ বলে সাদরে অনুলেপন প্রদান করলেন উভয়কেই, যাকে যেমন মানায় ।” এখানে 'দান' হস্তে সমর্পণ বা গায়ে লেপন । সাক্ষয়, অবলুপনয়, —এই সান্দ্রম্ শব্দের প্রথম অর্থ স্নিগ্ধ, মনোজ্ঞ ইত্যাদি । অতঃপর এর অর্থ বিস্তৃতি — কুজার স্ববহন যোগ্যতা অনুসারে অল্প পরিমাণ হলেও সহচর বালকদের সহিত কৃষ্ণরামের সকলেরই পরিপূর্ণ রূপে হয়ে গেল, এরূপ বুঝা যাচ্ছে । পরপর আরও বিস্তৃত করা হচ্ছে অর্থকে যথা - সর্বাঙ্গে মাখানো পর্যন্তও কুলিয়ে গেল । উভয় স্থানেই মালা ও বেশভূষাদি তখনই না করে অনুলেপন লাগানো হল, এরূপ বুঝতে হবে । ॥ জী০ ৪ ॥

৪ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : রূপেণ সৌন্দর্যেণ পেশলৈঃ সংমোহনকর্মণিদক্ষমাধুর্য্যাত্তৈর্ধর্ষিতচিত্তা । 'দক্ষে তু চতুরপেশলপটব' ইত্যমরঃ । ॥ বি০ ৪ ॥

৪ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : রূপ পেশল কৃষ্ণের রূপে অর্থ্যাং সৌন্দর্যে, 'পেশলৈঃ' সম্মোহন কর্ম-দক্ষতায় ও মাধুর্য্যাদি দ্বারা ধর্ষিতা চিত্তা কুজা উভয়কে অনুলেপ দান করলেন : 'দক্ষে তু চতুর পেশলপটব' — ইত্যমর । ॥ বি০ ৪ ॥

৫ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অনুরঞ্জিতৌ পত্রভঙ্গী-রচনা-বিধিনা শ্রীগণ্ডাবক্ষোভুজাদিধ-মূলিপৌ, সখিভিস্তয়ৈব স্বয়ম্ । ॥ জী০ ৫ ॥

৫ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : অনুরঞ্জিতৌ—অলকা-তিলকা-রচনা বিধিতে শ্রীগণ্ডাবক্ষোভুজাদিতে অনুলিপ্ত হয়ে, (কৃষ্ণ-রাম শোভা পেতে লাগলেন) । অনুলিপ্ত হলেন — সখা-গণের দ্বারা, কুজার দ্বারা এবং নিজে নিজেই । ॥ জী০ ৫ ॥

৫ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : স্ববর্ণেত্তরেণ কৃষ্ণরাময়োর্বর্ণাভ্যামিহরেণ পীতবর্ণেন শ্যামবর্ণেন চ

প্রসন্নো ভগবান্ কুজাং ত্রিবক্রাং রুচিরাননাম্ ।

ঋজীং কৰ্ত্তুং মনশ্চক্রে দর্শয়ন্ দর্শনে ফলম্ ॥ ৬ ॥

পদ্ম্যামাক্রম্য প্রপদে দ্যঙ্গুল্যুত্তানপাণিনা ।

প্রগৃহ্য চিবুকেহখ্যাভ্যুদনীমদচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥

৬ । অর্থঃ : [অর্থ] ভগবান্ প্রসন্ন [সন্ দর্শনে (স্বস্ত্য দর্শনে) ফল দর্শয়ন্ (ফল দর্শনকাম ইত্যর্থঃ) রুচিরাননাং ত্রিবক্রাং ঋজীং (সরলাকৃতিং) কৰ্ত্তুং মনঃ চক্রে (অভিলষ) ।

৭ । অর্থঃ : অচ্যুতঃ পদ্মাং (স্বীয় পদদ্বয়েন) প্রপদে । তস্তা পাদাগ্রদ্বয়ম্) আক্রম্য (দ্বাঙ্গুল্যুত্তানপাণিনা হে অঙ্গুল্যো 'উত্তানে' উন্নতে যস্মিন্ পাণৌ তেন) চিবুকে প্রগৃহ্য অখ্যাভ্যং (দেহম্) উদনী-
নমং (উন্নময়ামাস) ।

৬ । মূল্যাবাদ : অতঃপর কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে স্বীয় দর্শনের অব্যর্থ ফল দেখানোর জন্য ত্রিবক্রা কুজার দেহ সরল করতে অভিলাষ করলেন ।

৭ । মূল্যাবাদ : অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ নিজ পদযুগলের দ্বারা কুজার পদদ্বয়ের অগ্রভাগ চেপে ধরে উচানো অঙ্গুলিদ্বয় বিশিষ্ট হস্তদ্বারা চিবুকদেশ ধরে তার শরীর উপরের দিকে ঠেলে উঠলেন ।

শোভিতুং শীলং যন্ত তেন । সংপ্রাপ্তঃ পরভাগঃ ভূষণভূষণাঙ্গমিতি জ্ঞায়েন পরমোৎকর্ষো যেন তেন ॥ বিং ৫ ॥

৫ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবাদের : সবর্ণতর - কৃষ্ণ ও রামের নিজ নিজ বর্ণ থেকে ভিন্নবর্ণে এ দুজনকে শোভিত করবার উপযুক্ত ভাবযুক্ত পীত ও নীলবর্ণ অঙ্গরাগের দ্বারা অনুরঞ্জিত দেহা হয়ে শোভা পেতে লাগলেন । ॥ বিং ৫ ॥

৬ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : কুজামতএব ত্রিবক্রাং তৎসংজ্ঞকামৃজীকৰ্ত্তুমিতি । অনৃজী-
মৃজীকৰ্ত্তুমিত্যর্থঃ । ঋজুকরণে হেতুস্তরং রুচিরাননামিতি । অন্ততঃ । তত্র সত্তঃফলমাপাতফলমিতি ॥

৬ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবাদের : কুজাম্ - কুজা, তাই ত্রিবক্রাম্ - তিনস্থানে বক্র । এই ত্রিবক্রা নামক স্তম্ভমুখীকে ঋজ্বিকৰ্ত্তুং - সরলদেহা করবার জন্য ইচ্ছা করলেন - এই সরলী করণে অত্র একটি হেতু রুচিরাননাম্ - এমন সুন্দর মুখী নারীর কুঁজি হয়ে থাকা অসঙ্গত । [শ্রীষামিপাদ কৃষ্ণ নিজ দর্শনের সত্ত ফল দেখালেন] - এ টীকার 'সত্তঃফলম্' পদের অর্থ 'আপাত ফল' । (পরে আরও ফলপ্রাপ্তি হবে কুঁজির) ॥ জীং ৬ ॥

৭ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : তচ্চ মল্ললীলোচিতগ্রহণ-প্রাণীণাপূর্ব্বকমেবেত্যাহ পদ্ম্যামিতি । হে অঙ্গুল্যো মধ্যমাতর্জ্জ্বা উত্তানে উপরিকৃতান্ধভাগে যত্র, তেন পাণিনা দক্ষিণেন, বামেণ তু পৃষ্ঠাবষ্টম্ভনং জ্ঞেয়ম্ । আত্মানং জীবমধিকৃত্য বর্তমানমখ্যাভ্যং দেহমিতি জীবত্যাগপর্যন্তং তদেহস্য প্রারন্ধবশেনাপরি-
হার্য্যং তৎকুজং স্মৃতিম্ । অচ্যুতঃ নিজলীলাবিশোধদ্যুত ইতি, অতএব তথা প্রগ্রহণম্ ; অত্রথেষ্টান-
ত্রৈপৈব তত্ত্বংসম্ভবাৎ ॥ জীং ৭ ॥

স। তদজ্জুসমানাগ্নী বৃহচ্ছোণিপয়োধরা ।

মুকুন্দ-স্পর্শনাং সত্তো বভূব প্রমদোত্তমা ॥ ৮ ॥

৮ । অন্নয় : তদা সা (কুজা) মুকুন্দস্পর্শনাং সত্তাঃ ঋজুসমানাগ্নী বৃহচ্ছোণী পয়োধরা, প্রমোদত্তমা বভূব ।

৮ । মুস্তাবুবাদ : তখন মুকুন্দেব স্পর্শ হেতু ত্রিবক্রার অঙ্গলতা তৎক্ষণাৎই সরল হয়ে গেল । এতে সুন্দরী যুবতী-যোগ্য অঙ্গভারে দীপ্ত হয়ে উঠল অঙ্গখানি তাঁর, নিতম্ব-স্তন স্থল হল — তিনি হয়ে উঠলেন মনোহারিণী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

৭ । অ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : এই যে সৃশ্রীকরণ, তাও মল্ললীলোচিত গ্রহণ নিপুনতা পূর্বকই হল । — দ্ব্যঙ্গুল্যুত্তাব পাণিণা — মধ্যমা-তর্জনী দুটি অঙ্গুলী উপরি-কৃত যথায়, সেই দক্ষিণ হস্তের দ্বারা চিবুক, আর বাম হস্তে পৃষ্ঠ অবলম্বন করত অপ্র্যাঅন্ন — দেহ উদনীনমং উপরের দিকে ঠেলে তুললেন । অপ্র্যাঅন্ন — যা জীব অর্থাৎ জীবাত্মাকে আয়ত্ত করে বর্তমান । — এইরূপে দেহ যতক্ষণ জীবকে ত্যাগ না করছে, ততক্ষণ সেই দেহের পক্ষে প্রারব্ধশে অপরিহার্য সেই কুজতা, ইহাই ‘অধ্যাত্ম’ পদে স্মৃতিত হল । অচ্যুতঃ নিজলীলাবিশেষ থেকে চ্যুতিরহিত, তাই তথা প্রগৃহ্য — ‘প্র’ পরিপাটির সহিত চিবুক গ্রহণ অর্থাৎ ধারণ । ॥ জী° ৭ ॥

৭ । অ্রীবিশ্বনাথ টীকা : তস্তাঃ প্রপদে পদাগ্রদ্বয়ং পদ্ম্যামাপীড্য দ্বে অঙ্গুল্যাবুত্তানে উন্নতে যস্মিন্ তেন পাণিণা চিবুকে মুখস্থান্যধোভাগে ধৃতা অধ্যাত্মং দেহং উন্নয়ম্যামাস । ॥ ৭ ॥

৭ । অ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ : প্রপদে — কুজার দু পায়ে পাতার সম্মুখভাগ পদ্ম্যামা-ক্রম্য — দু পা দিয়ে চেপে ধরে দ্ব্যঙ্গুল্যুত্তাবপাণিণা — দু অঙ্গুলী উপরের উঠানো হস্তের দ্বারা চিবুকে — মুখের অধোভাগে প্রগৃহ্য — ধরে অপ্র্যাঅন্ন — দেহ ঠেলে উঠালেন । ॥ বি° ৭ ॥

৮ । অ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ঋজুনি বক্রতাপগমাং, অতএব কুজতরা বক্ষোভাগাদেঃ স্বল্পতাদিনা পূর্বমসমানানি, অধুনা তু সমানং যোগ্যং মানং পরিমাণং যেষাং তথাভূতানুজ্ঞানি যস্তাঃ ; তদেব দর্শয়তি — বৃহদ্বিতি । ন কেবলমেতাবদেব, প্রমদানাং মধ্যে উত্তমা চ বভূব ; ভগবদঙ্গসঙ্গানুরূপোৎকর্ষমপি লেভে ইত্যর্থঃ । অতোহত্র মুকুন্দস্পর্শনমেব মুখ্যং কারণং, গ্রহণাদিপরিপাটী তু বিনোদ-মাত্রহাদোগাণমিতি ভাবঃ । মুকুন্দেতি কৈমুতোন হেতুগর্ভং যো নিজাংশেনাপি তেন চ চিন্ত্যমানমাত্রোপাশেষসংসারদোষদূরী-করণপূর্বকং সারূপ্যাদিমুক্তিমপি দদাতি, তস্ম সাক্ষাদুতস্য কিয়দিদমিতি ভাবঃ ॥

৮ । অ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : ঋজুবি — বক্রতা সকল চলে যাওয়ায় কুঁজি হয়ে গেলেন সরল দেহা । অতএব বুঝা যাচ্ছে, কুঁজীতা হেতু বক্ষোদেশের স্বল্পতা প্রভৃতি দ্বারা পূর্বে অসমান ছিল কুঁজীর দেহ । এখন তো সম্যাবৎ — সুন্দরী যুবতী যোগ্য ম্যাবৎ — পরিমাণ মত অঙ্গ

ততো রূপ-গুণোদার্যসম্পন্ন প্রাহ কেশবম্ ।

উত্তরীয়ান্তমাক্ষ্য স্ময়ন্তী জাতহচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

৯ । অন্নয় : ততঃ রূপগুণোদার্যসম্পন্ন জাতহচ্ছয়া (জাতকামা) স্ময়ন্তী (ঈষৎ হাসন্তী) সতী উত্তরীয়ান্তমাক্ষ্য কেশবং প্রাহ ।

৯ । মূল্যাবুবাদ : অতঃপর কৃষ্ণের স্পর্শমাত্রেই কুঁজী রূপ-গুণে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়ে রূপবতীদের মধ্যে একজন বিশিষ্টা নারী হয়ে উঠলেন । অতঃপর যোগ্যতা প্রাপ্তিতে তাঁর কামবেগ প্রকাশ পেল । মৃৎ মধুর হাসতে হাসতে কৃষ্ণের দিকে কটাক্ষ হেনে বললেন ।

সমূহের ভারে দেহ তাঁর উচ্ছলিত হয়ে উঠল । — ইহাই দেখান হচ্ছে, বৃহচ্ছ্রাবিপন্নোদ্রা—বৃহৎ নিতম্বদেশ ও স্তন যুগলে মনোহারিণী, এই টুকই কেবল নয় — প্রমদোত্তম্যা—মনোহারিণী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠও হলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ অমুরূপ উৎকর্ষতাও লাভ করলেন । — অতএব এখানে মুকুন্দ স্পর্শবাণ — মুকুন্দের স্পর্শটিই মুখ্য কারণ, গ্রহণাদি পরিপাটি তো মনস্তপ্তিমাত্র হওয়া হেতু গোণ, একরূপ ভাব । মুকুন্দ — মুক্তিদাতা ভগবান্ । এই ‘মুকুন্দ’ বাক্যটি কৈমুতিক ছায়ে কুঁজীকে সুন্দরী করণে হেতুগর্ভ বাক্য (কৈমুতিক ন্যায়টি হল, ছোটকে বলে বড়র মহিমা দেখান) । — যিনি নিজ অংশের দ্বারা, তাও আবার চিন্তার বিষয়ভূত করণমাত্রেই অশেষ সংসার দোষ দূরকরণ পূর্বক সাক্ষ্যাদি মুক্তি দান করেন, সেই সাক্ষ্য-ভূত কৃষ্ণের পক্ষে সাক্ষ্য দান অর্থাৎ নিজের মতো সুন্দর করণ আর বেশী কথা কি ? একরূপ ভাব । ॥ জী০ ৮ ॥

৮ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : তদৈব ঋজু সমানমঙ্গং যন্তাঃ সা । ৮ ।

৮ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : সেই ক্ষণ থেকে ঋজু — সমান শরীর ধারিণী হল কুঁজী ।

॥ বি০ ৮ ॥

৯ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ততস্তৎস্পর্শনাদেব রূপগুণয়োদার্যং মহত্ত্বং, তেন সম্পন্ন সতী, ইতি প্রমদোত্তমাত্মব দর্শিতম্ ; অতো যোগ্যতা প্রাপ্ত্যা জাতহচ্ছয়া প্রকটীভূতকামা, স্যো মদঃ স্মিতং বা, তৎসহিতং যথা স্যানুথা । স্ময়ন্তীতি পাঠে স্ময়মানা । প্রকর্ষণে । প্রকর্ষণে কটাক্ষবীক্ষণ দিনা আহ ; তদুক্তং শ্রীপরশরেন ‘বিলাসললিতং প্রাহ প্রেমগর্ভভরালসম্’ ইতি ॥

৯ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : অতঃপর কৃষ্ণস্পর্শনমাত্রেই রূপগুণোদার্য - রূপগুণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করত সম্পন্ন্য — রূপবতীনারীদের মধ্যে বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হলেন, একরূপে কুঁজীর প্রমদোত্তমতা দর্শিত হল । অতঃপর যোগ্যতা প্রাপ্তিতে জাতহচ্ছয়া — তার কামবেগ প্রকাশ পেল স্ময়ন্তী — মত্তভাবে বা মৃদুমধুর হাসতে হাসতে প্রাহ — ‘প্র’ প্রকর্ষে অর্থাৎ কৃষ্ণের দিকে তেরছা নয়নে চেয়ে বললেন । এ সম্বন্ধে শ্রীপরশর বলেছেন, “বিলাসললিতভাবে প্রেমগর্ভ আলসে কুঁজী বললেন ।”

॥ জী০ ৯ ॥

এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ।

ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষৰ্ষভ ॥ ১০ ॥

১০ । অন্নয়ঃ : [হে] বীর, এহি (ময়া সহ আগচ্ছ) গৃহং যামঃ (মম গৃহং গচ্ছামঃ) ইহ ত্বাং ত্যক্তুং ন উৎসহে, [হে] পুরুষৰ্ষভ ! ত্বয়া উন্মথিত চিত্তায়াঃ [মাং প্রতি] প্রসীদ ।

১০ । শূল্যাবুবাদঃ : হে অভীষ্টপূরণ-সমর্থ সুলন্দর ! চল, সকলে মিলে আমার ঘরে যাই । এই রাজপথে তোমাকে ফেলে যেতে উৎসাহ পাচ্ছি না । হে পুরুষোত্তম ! তোমার দ্বারাই আমার চিত্ত উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়েছে, অতএব তুমিই অনুগ্রহ কর ।

১০ । শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : বীরেতি—নিজভাবোদ্দীপনগুণবিশেষবিশিষ্টতয়া সম্বোধ-
য়তি । শ্লোষণে হে অভীষ্টপূরণসমর্থ মম গৃহং হমেহি । নহু নিজসঙ্গিন ইমান্ বিহায় কথমেকাকী
যায়ামিতি চেত্তত্রাহ—হমেতেইহঞ্চ সৰ্ব্বৈ যামঃ । নহু দিনান্তরে গমিষ্যামঃ, তত্রাহ—নেতি । ইহ রাজ-
মার্গে ত্যক্তুং ন শক্নোমি, বাসস্থানানিশ্চয়েন পুনর্দুঃপ্রাপ্ত্বাং ; অতো গৃহমেব নেম্যামীত্যর্থঃ । যদ্বা,
তর্হি জ্যেষ্ঠোহয়ং সখীনামেকো বা নীয়তাং, তত্রাহ—নেতি । ত্ব্যেব মদপেক্ষা, ন ত্ব্যন্যস্মিন্নিতি ভাবঃ ।
নবীদৃশমত্র তে ধার্ষ্ট্যং ন যোগ্যং, তত্রাহ—ত্বয়েতি । অতো মম ন কোইপি দোষ ইতি ভাবঃ ।
অতএব প্রসীদ, স্বয়মেবানুগ্রহং কুরু । ত্বৎপ্রসাদে সতি ধার্ষ্ট্যাদপি ন বিভেমীতি ভাবঃ । তত্র হেতুমাং
—পুরুষৰ্ষভ হে পুরুষোত্তমেতি । কিঞ্চ, নিজপুরুষৰ্ষভতাপেক্ষয়া ত্বয়াপি নাহং ত্যক্তুং যোগ্যোতি ভাবঃ ॥

১০ । শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুবাদঃ : বীর ইতি—নিজের ভাব উদ্দীপনকারী কৃষ্ণের
গুণবিশেষ প্রখ্যাপন করত সম্বোধন করলেন হে বীর ! অর্থান্তরে হে অভীষ্ট-পূরণ-সমর্থ । তুমি আমার
ঘরে এম । কৃষ্ণ যদি বলেন, নিজ সঙ্গী এই সখাদের ত্যাগ করে কি করে একা যাবো ? এর উত্তরে, একা
কেন, তুমি যাবে, এই সঙ্গীগণ ও আমি সকলেই যাব । বেশ তো অচ্ছ একদিন যাবো, কৃষ্ণের একরূপ কথার
আশঙ্কায় বললেন—না, এই রাজপথে তোমাকে ছাড়তে পারব না, কারণ বাসস্থানের ঠিকানা না-জানা
থাকায় পুনরায় পাওয়া সহজ হবে না । অতএব গৃহেই নিয়ে যাব । অথবা, ‘তোমার যদি একরূপ আশঙ্কা,
তবে আমার এই বড় ভাই বলরামকে বা সখাদের মধ্যে একজনকে নিয়ে যাও’—কৃষ্ণের একরূপ কথার
আশঙ্কায় কুঞ্জী বললেন, ব ইতি—না তা হবে না, তোমাকেই আমার অপেক্ষা, এই অচ্ছ কাউকে নয়,
একরূপ ভাব । ‘তোমার একরূপ ধার্ষ্ট্যামি প্রকাশ করা উচিত নয়’ কৃষ্ণের একরূপ কথার আশঙ্কায় কুঞ্জী
বললেন—ত্বয়া ইতি—তোমার দ্বারাই তো উন্মাদিতা চিন্তা হয়ে পরেছি, আমার কোনও দোষ নেই,
একরূপ ভাব । অতএব প্রসীদ—তুমি নিজেই অনুগ্রহ কর । তোমার অনুগ্রহ হলে ধৃষ্টীমীর জ্ঞেও ভয়
করি না, একরূপ ভাব । এ বিষয়ে হেতু বলছেন—পুরুষৰ্ষভ—হে পুরুষোত্তম । আরও, নিজের
পুরুষোত্তমতা অপেক্ষায় তুমিও আমাকে ত্যাগ করতে পার না, একরূপ ভাব । ॥ জীং ১০ ।

এবং স্থিয়া যাচ্যমানঃ কৃষ্ণে রামস্ত পশ্যতঃ ।

মুখং বীক্ষ্যানুগানাক্ষ প্রহসন্তায়ুবাচ হ ॥ ১১ ॥

১১ । অর্থঃ : এবং স্থিয়া যাচ্যমানঃ কৃষ্ণঃ পশ্যতঃ রামস্ত অনুগানাক্ষ চ মুখং বীক্ষ্য প্রহসন্ তাং (স্থিয়া) হ (ক্ষুটং) উবাচ ।

১১ । মূলানুবাদ : এইরূপে কৃষ্ণ কোনও গুণবিষয় প্রার্থিত হলেন ঐ কামিনী কর্তৃক । কাজেই ইহার সাক্ষাৎ দৃষ্টা রাম ও সখাদের দিকে তাকিয়ে তিনি কৌতুকে হো হো শব্দে হাসতে হাসতে বিশদভাবে বলতে লাগলেন ।

১০ । শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকা : হে বীরেতি । অস্তে ধর্মবীরাত্মা ভবন্তি বহু শ্রীজনধর্মধ্বংসবীরো ভব-
সীতি ভাবঃ । নহু, অমেহীত্যাদিনা ভোজনার্থমেব মাং নিমন্ত্রয়সি কিং তত্রাহ - ন ত্বাং তাক্তুমিত্যাदि । বহুস্তা
তু লোকা ইহ রাজমার্গে হসন্তঃ অতথা সম্ভাবয়ন্তি তস্মাদেবং মাবাদীস্তত্রাহ, - তয়োন্মথিতেতি । তর্হি স্বা
মচ্ছিত্তং কথমুৎকর্ষণে মথিতমিতি তবৈবাং স্পর্শদোষো ন মমেতি ভাবঃ । সপ্তমার্থে ষষ্ঠী ॥ ১০ ॥

১০ । শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকানুবাদ : হে বীর—অন্তে ধর্মবীর প্রভৃতি হয়ে থাকে, তুমি তো
শ্রীজনধর্মধ্বংস বীর । কৃষ্ণ বলছেন—আচ্ছা, ‘তুমি এস’ ইত্যাদি কথায় তুমি কি আমাকে ভোজনার্থে
নিমন্ত্রণ করছ ? এরই উত্তরে কুঁজী বললেন—ন ত্বাং তাক্তুম্ ইত্যাদি—না, তা নয়, তবে তোমাকে
ত্যাগ করে যেতে পারছি না । কৃষ্ণ—অহো তোমার কথা মানলে এই রাজপথে লোকে হাসবে-যে,
নতুবা তোমার কথা মানা যেত । সুতরাং এরূপ কথা বল না । এরই উত্তরে কুঁজী ত্রায়াগ্নিখিত-
স্চিভায়াঃ—তুমি আমার চিত্ত পাগল করে তুলেছ । — যদি বল, কি করে এমন অবস্থা হল ? তাতে
ইহাই বলবার কথা যে, তোমারই স্পর্শদোষ ইহা, আমার কোনও দোষ নেই, এরূপ ভাব । ॥ বিং ১০ ॥

১১ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : রামস্ত পশ্যতঃ, অনুগানাক্ষ পশ্যতাং তন্ত্ৰং সাক্ষাৎ স্থিয়া
কামিন্যা যাচ্যমানঃ রহস্তঃ কিমপি প্রার্থ্যমানঃ, অতএব তস্য তেষাক্ষ মুখং বীক্ষ্য প্রহসন্ কৌতুকেনোচ্চৈহ -
সন্ । তথা চোক্তং শ্রীবৈশম্পায়নেন—‘তো জাতহর্ষাবন্যোহন্যং সতামাক্ষেপমবায়ৌ । বীক্ষমাণৌ প্রহ-
সিতৌ কুজায়াঃ শ্রুতবিস্তরৌ ॥ ইতি । হ ক্ষুটমেবোবাচ । তথা তচ্চ শ্রীরামাদীন প্রতি এতাং বঞ্চনা-
মীতি ব্যঞ্জনাং, তাং প্রতি তু প্রতিজানামোবৈতদ্বিতি বোধনায়েতি ভাবঃ ॥

১১ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : স্থিয়া—কামিনী কর্তৃক যাচ্যমানঃ—কোনও
গুণ বিষয় প্রার্থিত হলেন কৃষ্ণ । অতএব রামস্য পশ্যতঃ মূলং—[‘পশ্যতঃ’ যে দেখিতেছে, সেই
রামের] — কৃষ্ণ ও কুঁজীর সেই সেই ব্যাপার সাক্ষাৎ দর্শনকারী রামের ও সখাগণের মুখের দিকে
তাকিয়ে প্রহসন্,—কৌতুকে হো হো শব্দে হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন — তোমার ঘরে যাব ।
শ্রীবৈশম্পায়নের দ্বারা এরূপই উক্ত হয়েছে—“কুঁজীর প্রার্থনা বাক্য শুনে জাতহর্ষ, পরস্পর বীক্ষমান

এষ্যামি তে গৃহং সূত্র পুংসামাধিবিকর্শনম্ ।

সাধিতার্থোহগৃহাণাং নঃ পাস্থানাং ত্বং পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥

১২ । অন্নয়ঃ সূত্রঃ । সাধিতার্থঃ (কংসবধরূপঃ ‘অর্থঃ’ প্রয়োজনং যেন তথাভূতঃ অহং) পুংসাং আধিবিকর্শনং (কামপ্রযুক্ত মনঃপীড়াশমনং) তে (তব) গৃহং এষ্যামি অগৃহাণাং (গৃহশূত্ৰানাং) পাস্থানাং (পথিকানাং) নঃ (অস্মাকমং) ত্বং পরায়ণং (পরমঃ আশ্রয়ঃ অসি) ।

১২ । মূলানুবাদঃ হে সুন্দরি ! আমি কংসবধরূপ প্রয়োজন মিটিয়ে পুরুষগণের কামজনিত মনোপীড়া-নাশন তোমার গৃহে আগমন করব । এই পুরীতে গৃহহীন পথিক আমাদিগের তুমিই পরম আশ্রয় ।

ও উচ্চ হাসিতে উচ্ছল হলেন রামকৃষ্ণ ।” এইভাবে যে বললেন, তা শ্রীরাম ও সখাদের কাছে প্রকাশ করতে যে, এই কুঁজীকে বঞ্চনা করছি, আর কুঁজীর প্রতি, তোমার প্রার্থনা অঙ্গীকার করছি, এরূপ বুঝাবার জন্য, এরূপ ভাব । ॥ জী০ ১১ ॥

১১ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ মুখং বীক্ষ্যতি ভো আৰ্য, ভোঃ সখায়শ্চ কিমধুনাপি যুগ্মাকং মুখানি হাস্যার্ণবে ন বিপ্লুতানি পশ্যত নেয়ং স্ত্রীমূর্তিঃ কিন্তু হাস্যরস এব যুগ্মান্ কৌতুকিনো জ্ঞাত্বা মিলিতুম্-পত্রমতে, মথুরাপুর্যা হাস্যবৈদক্ষীয়াং বা স্বপরিচায়য়তীতি ভাবঃ । ॥ ১১ ॥

১১ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ বলরাম ও সখাগণের মুখ অবলোকন করে কৃষ্ণ বললেন— ভো আৰ্য, ভো সখাগণ ! এখনও কি তোমাদের মুখ হাস্যাসাগরে ডুব গেল না ! এই স্ত্রীমূর্তিকে কি দেখতে পাচ্ছ না ! কিন্তু হাস্যরসই তোমাদিকে কৌতুকী জেনে মিলব'র জন্য উপক্রম করছে । বা মথুরাপুরীতে হাস্যবৈদক্ষী এই কুঁজী নিজেকে পরিচয় করছে, এরূপ ভাব । ॥ বি০ ১১ ॥

১২ । শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাঃ তথৈব তদ্বিষয়কস্বকামমপি সূচয়তি—এষ্যামীতি । অগৃহাণামিত্যাদৌ চ বহুবচনাদিনা স্বস্যা সাধারণ্যানত্যাশ্রয়ত্বাভ্যাং পূর্ববদেব ব্যঞ্জনা ॥

১২ । শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকানুবাদঃ ঐ কুঁজীর মতই তদ্বিষয়ে নিজকামও কৃষ্ণ জানাচ্ছেন—এষ্যামীতি । অগৃহাণাম্—‘গৃহহীন জনদের’ ইত্যাদি বাক্যে বহুবচন প্রয়োগে সখাদের কাছে নিজের সাধারণীকরণ ও কুঁজীর কাছে তোমার প্রার্থনা অঙ্গীকার করছি, এরূপ পূর্ববৎ ব্যঞ্জনা ।

১২ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ কুজাং প্রতি প্রিয়োইয়ং মাং স্বীকরোতীতি রামাদীন্ প্রতি তু গ্রাম্যাং স্ত্রিয়মিমাময়ং কৃষ্ণো বঞ্চয়তীতি স্তোতয়ন্বাহ,—এষ্যামিতি পুংসামিতি । বহুবচনেন তাং প্রতি পরিহাসঃ । সাধিতার্থ ইতি কংসবধাত্মবশুককৃত্যং কৃষ্ণা নিশ্চিন্তো ভূত্বা ইতি সময়সঙ্কেতশ্চ ব্যঞ্জিতঃ । অগৃহাণাং “ন গৃহং গৃহমিত্যাহগৃহিণী গৃহমুচ্যতে” ইতি ত্রায়োনাকৃতদারাণাং নোইস্মাকমিতি রাজপুত্রবাদান্নন আদরেণ খল্বেকত্বেইপি বহুবচনং সা মন্যতে স্ম । পাস্থানামিতি গোকুলে স্বনগরে মম গোপোইতুরাগিণ্যো বর্তন্তে তথা অত্র পূর্ধ্বামপরিচিতিয়াং ন কাশ্চন কেবলং স্বমেবৈকানুরাগিণী প্রাপ্তেতি তাং প্রত্যনুরাগশ্চ ব্যঞ্জিতঃ ।

বিসৃজ্য মাধ্ব্যা ব্যাণ্যা তাং ব্রজন্ মার্গে বণিকপথৈঃ ।

নানোপায়ন-তাম্বুল-অগ্-গন্ধৈঃ সাগ্রজোহর্চিতঃ ॥ ১৩ ॥

১৩ । অর্থঃ : মাধ্যা (মধুরয়া) ব্যাণ্যা (বাক্যেন) তাং বিসৃজ্য (গৃহং প্রস্থাপ্য) সাগ্রজঃ (শ্রীরামসহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) মার্গে (পথি) ব্রজন্ (গচ্ছন্) বণিকপথৈঃ (বৈষ্ণবৈবণিজ্যবস্ত্রবর্তিভির্গানাজাতিভিরিত্যর্থঃ) নানোপায়ন-তাম্বুল-অগ্-গন্ধৈঃ অর্চিতঃ ।

১৩ । মূলানুবাদ : মধুর বাক্যে কুঁজীকে তাঁর নিজঘরে পাঠিয়ে দিয়ে সখা ও বলরাম সহিত শ্রীকৃষ্ণ পথ চলতে চলতে হাটে নানা জাতীয় বৈষ্ণবগণের দ্বারা অর্চিত হতে লাগলেন, নানাবিধ উপায়ে, যথা, তাম্বুল, রত্নাদি, মালা, সুগন্ধি চন্দনাদির পঙ্ক ও বিচিত্রবর্ণ চূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা ।

রামাদীংস্ত বহুবচনেন আধিপদেন পাম্বপদেন চ প্রযুক্তেন কৃষ্ণ এতাম্বীকুবন্ স'মাশ্রবনিতালক্ষণগালি প্রদানেনৈনামনভিজ্ঞাং তিরস্করোতীতি প্রত্যায়ায়াস । ॥ ১২ ॥

১২ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুদ : কুঁজীর প্রতি, 'এই প্রিয় আম'কে স্বীকার করছে, আর রামাদির প্রতি, গ্রাম্য স্ত্রী একে আমাদের কৃষ্ণ বর্ণনা করছে, এরূপ ভাব প্রকাশ করতে করতে কৃষ্ণ বললেন — এগামি ইতি । পুংসাম্য ইতি — হে সুন্দরী, পুরুষ সকলের মনোব্যাথা দূর করে থাকে তোমার গৃহ — এখানে এই বহুবচন প্রয়োগ হয়েছে কুঁজীর প্রতি উপহাসে । সাপ্তিতাথঃ — কংস-বধাদি অবশ্য কৃত্য সমাপন করে নিশ্চিন্ত হয়ে, (এই তোমার ঘরে অবশ্য আসব) । — এইরূপে আসার সময়-সম্বন্ধেও বাঞ্ছিত হল অগ্-হাবাং — 'গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়' এই আয়ে অকৃতদার বঃ — আমাদের গৃহ নেই । — ত্বং পরায়ণম্, — তুমিই পরম আশ্রয় — এক কৃষ্ণ সম্বন্ধে কথা হলেও শ্লোকে 'নঃ' গৌরবে বহুবচন, — কুঁজীর মনে রাজপুত্র বলে গৌরব-বুদ্ধি থাকায় । বঃ পাম্বাবাং — পথিক আমাদের এই বাক্যের ধ্বনি — গোকুলে নিজনগরে আমার অনুরাগিণী গোপীগণ আছে, আর এখানে এই অপরিচিত নগরে কেউ নেই, কেবল তুমিই মাত্র এক অনুরাগিণী যাকে পাওয়া গেল, এইরূপে কুঁজীর প্রতি অনুরাগও বাঞ্ছিত হল । (নঃ) বহুবচন প্রয়োগ এং 'আধি'-পদে বহুবচন প্রয়োগে রাম ও সখাদের শ্লোকে উল্লেখ করায় এরূপ প্রতীতি জন্মাচ্ছে — কৃষ্ণ কুঁজীকে অঙ্গীকার করতে গিয়ে সামান্য বণিতা লক্ষণে গালি দিয়ে এই অনভিজ্ঞা গ্রাম্য নারীকে তিরস্কার করলেন । ॥ বিং ১২ ॥

১৩ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : নানাবিধৈরুপায়নরূপৈস্তাম্বুলাদিভিঃ উপায়নগৃহীতানা-মপি তাম্বুলাদীনাং পৃথক নির্দেশস্তদানীমুপাদেয়ানাং তেষাং প্রাচুর্য্যবিবক্ষয়া । ব্রজঃ রত্নমুক্তাদিমালাঃ । গন্ধঃ সুগন্ধিচন্দনাদিভিঃ পঙ্কঃ, অগুর্বাদিসাধিতদ্রববিশেষঃ, বিচিত্রবর্ণ-চূর্ণাদয়শ্চ । সাগ্রজ ইত্যুপলক্ষণং, সানুগোহিপি শ্রীযমুনান্তিকে পূর্য্যন্তে বর্তমানতাদার্দো বিপ্রৈঃ কৃতমধুনা চান্তবর্তমানৈর্বৈষ্ণোরর্চনমুক্তম্ । ক্ষত্রিয়াশ্চ প্রায়ো মধ্যে বসন্তীতি তৎকৃতং নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

তদর্শনস্মরক্কাভাদাত্মানং নাবিদন্ দ্বিয়ঃ ।

বিশ্রুতবাসঃকবর-বলয়া লেখ্যমূর্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥

১৪ । অন্নয়ঃ তদর্শনস্মরক্কাভাৎ বিশ্রুতবাসকবরবলয়াঃ লেখ্যমূর্তয়ঃ [ইব] দ্বিয়ঃ আত্মানং (দেহং) ন অবিদন্ ।

১৪ । মূলানুবাদঃ বণিক্-রমণীগণের কোমল স্বভাব হেতু অধিক ভাব জাত হয়েছিল, সে কথাই বলা হচ্ছে - চক্ষুরাগাদি যে দশ প্রকার প্রেমবিলাসরূপ কামদশা কালক্রমে পাওয়ার কথা তা বণিক্-দ্বীগণ সত্তাই প্রাপ্ত হলেন, পথে কৃষ্ণ দর্শন হেতু । এই কামজাত মোহে তাঁরা অসমর্থ হয়ে পড়লেন, কে কোথায় আছি এই অনুসন্ধানে । তাঁদের বস্ত্র খোঁপা বলয় খসে পড়ল সত্তা কৃশতা প্রাপ্তিতে । পটে তাঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল তাঁরা ।

১৩ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ বাবোপায়ন ইতি—নানাবিধ উপায়রূপ তাম্বুলাদি দ্বারা (পূজিত) । গৃহীত সেবার বস্তুর মধ্যে তাম্বুলাদির পৃথক নির্দেশ, সেই মুহুর্তে উপাদেয় বস্তুর মধ্যে উহাদেরই প্রাচুর্য বক্তব্য হওয়ায় । ভ্রজঃ—রত্ন-মুক্তাদি মালা । গন্ধঃ—সুগন্ধি চন্দনাদির পঙ্ক, অগুরু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত জব্যবিশেষ, ও বিচিত্রবর্ণ চূর্ণ প্রভৃতি । সাগ্রাজাহতিতঃ—‘অগ্রজ’ বাকাটি উপলক্ষণে প্রয়োগ হওয়ায় অনুচর সখাদের বুঝাচ্ছে অর্থাৎ বড় ভাই বলরাম ও সখাদের সহিত পূজিত হলেন কৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণের কাছে নগরীর প্রান্তদেশে বর্তমান বলে প্রথমে বিপ্রগণের দ্বারা অর্চিত হয়েছেন (৪১।৩০), অধুনাও প্রান্তবর্তমান বৈষ্ণবগণের দ্বারা যে অর্চন, তার কথা বলা হল । ক্ষত্রিয়গণ প্রায় নগরের মধ্যভাগে থাকেন, তাই তাঁদের কৃত অর্চনের কথা বলা হল না, এরূপ বুঝতে হবে । ॥ জী° ১৩ ॥

১৩ । শ্রীবিষ্বনাথ টীকাঃ মাধ্যা মধুরয়া বণিকপথে-বৈষ্ণবৈবানিজ্যবত্ববর্তিভিনানাজাতিভিরিতার্থঃ ॥ বি° ১৩ ॥

১৩ । শ্রীবিষ্বনাথ টীকানুবাদঃ মাধ্যা বাণ্যা—মধুর বাক্যে ! বণিকপথেঃ—বাণিজ্যকারীদের দ্বারা অর্চিত অর্থাৎ ব্যবসায়ী জনদের পথে নানা জাতীয় লোকদের দ্বারা অর্চিত । ॥ বি° ১৩ ॥

১৪ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ বণিকপথেষপি দ্বীগান্ত কোমলস্বভাবজাদমিকো ভাবোজাত ইত্যাহ—তদ্বিতি । দ্বিয়ঃ বণিক্-যোষিতঃ । তস্ম দর্শনেন যঃ স্মরঃ, স্মরণমাত্রোগপি জায়মানঃ প্রেমবিলাসরূপঃ ক্কাভো ধৈর্যাক্ষয়ঃ মোহো বা তস্মাক্কেতোঃ আত্মানং দেহং দেহিনং বা নাবিদন্, বা বয়ং, ক্ব বর্তমানে ইত্যনুসন্ধাতুং ন শক্তা ইত্যর্থঃ । অতএব বিশেষণে প্রস্তানি বাস আদীনি যাসাং তাঃ তত্র বাসো বলয়বিশ্রুতঃ স্মরবেগেন সত্তা এব কাশ্চাৎপত্তেঃ, কেশবিশ্রুতঃ গাত্রমোটকম্পাত্মদাঁৎ । কিঞ্চ, লেখ্যমূর্তয়ো বভূবুরিতি শেষঃ । ॥ জী° ১৪ ॥

১৪ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ বণিকপাডায় স্ত্রীদেব কৃষ্ণদর্শন হল—কোমল স্বভাব হেতু তাঁদের অধিক ভাব জাত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তৎইতি । দ্বিয়ঃ—বণিক্, রমণীগণ ।

ততঃ পৌরান্ পৃচ্ছমানো ধনুষঃ স্থানমচ্যুতঃ ।

তস্মিন্ প্রবিষ্টো দদৃশে ধনুরৈন্দ্রমিবাভুতম্ ॥ ১৫ ॥

১৫ । অন্বয় : ততঃ পৌরান্ (পুরবাসিনঃ প্রতি) ধনুষঃস্থানং (ধনুর্মখশালাং) পৃচ্ছমানঃ
অচ্যুতঃ তস্মিন্ (ধনুষঃস্থানে) প্রবিষ্টঃ [সন্] ঐন্দ্রং (ইন্দ্রধনুঃ) ইব অভুতং ধনুঃ দদৃশে (দদর্শ) ।

১৫ । মূল্যাবুবাদ : অনন্তর অচ্যুত পুরবাসিদের নিকট ধনুর্যজ্ঞ স্থান জেনে নিয়ে তথায়
প্রবেশ করত ইন্দ্রধনুর ন্যায় অভুত ধনু দর্শন করলেন ।

তদর্শন-ম্মার-ক্ষোভাৎ—কৃষ্ণ দর্শন হেতু যে ‘স্মরঃ’ স্মরণমাত্রের জাত প্রেমবিলাসরূপ ‘কাম’, তজ্জনিত
‘ক্ষোভ’ ধৈর্যক্ষয় বা মোহ, — সে কারণে আত্মাবৎ—দেহ বা আত্মাকে বাবিদন্, — আমরা কে, কোথায়
আছি, ইহা ঠিক করতে পারলেন না । অতএব বিদ্বস্ত্ব বাসঃ ইতি—[বি+দ্বস্ত্ব] বসন-খোঁপা-বলয়
খুলে খুলে পড়ে যেতে লাগল । — এখানে বসন ও বলয় খুলে পড়তে লাগল, কামবেগে সদাই শরীর
গুকিয়ে যাওয়াতে । আর খোঁপার কেশ খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল, গাত্র মোটন ও কম্পাদির মর্দনে,
আরও লেখ্যমূর্তয়ঃ—পটে আঁকা ছবির মতো হয়ে পড়লেন তাঁরা । ॥ জী• ১৪ ॥

১৪ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তেষাং স্ত্রিয়স্ত পরমভক্তাঃ,—‘চক্ষুরাগঃ প্রথমঃ চিত্তাসঙ্গস্ততোইথ
সঙ্কল্পঃ । নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতাবিষয়নিবৃত্তিপানশঃ ॥ উন্মাদো মূর্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশাদর্শেব স্মা’রিতি
কালক্রমোদ্ভবিষুর্পি স্মরদশাঃ সত্ত্ব এব প্রাপুরিতাহ,—তদর্শনেতি । আত্মানং নাবিদন্নিতি কা বয়ং ক
বর্তামহে কিং কূর্মহ ইত্যনুসন্ধাতুমক্ষমা ইতি ত্রপানাশপর্যস্তাদশা উক্তাঃ । বিশ্রুস্তেতি বাসসাং বলয়ানাঞ্চ
বিশ্রসঃ স্মরবেগজনিতকাশ্চাতিশয়াং । কবরবিশ্রংসস্ত মহাকম্পগাত্রমোটনভূতললোঠনাগামর্দাৎ এব এব
উন্মাদোইষ্টমঃ । ততশ্চ লেখ্যশ্চিত্রশ্চ মূর্তয়ো যাসাং তা ইতি মুছা নবমী । দশমী ভ্রমঙ্গলহাৎ প্রেমবতীনাং
প্রায়ো ন ভবতীতি প্রাপঃ । ॥ ১৪ ॥

১৪ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : ঐ বৈষ্ণব বাবস যীদের স্ত্রীগণও পরমভক্ত । — চক্ষুরাগ
প্রথম, অতঃপর চিত্ত-অনুরাগ, তৎপর সঙ্কল্প, তৎপর অনিদ্রা-ক্লেশতা-বিষয়নিবৃত্তি লজ্জানশ-উন্মাদ-মূছা
ও মৃতি — এই দশ প্রকার কামদশা । যে কামদশা এইরূপে কালক্রমে হবার কথা, তাও সত্তাই এঁরা
প্রাপ্ত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে — তদর্শনেতি । আত্মানং নাবিদন্ ইতি আমরা কে ?
কোথায় আছি, কি করব ; এইরূপ অনুসন্ধানে অক্ষম হয়ে পরলেন, এইরূপে লজ্জানশ পর্যন্ত দশা
বলা হল । বিদ্বস্ত্ববাসঃ কবর—বসন ও বলয় খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, কামবেগে জনিত ক্লেশতাতিশয়
হেতু । কবর—খোঁপা খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, কম্প-গাত্রমোটন ভূতললোঠনাদি মর্দনে — ইহাই অষ্টম-
দশা উন্মাদ । লেখ্যমূর্তয়ঃ—চিত্র-লিখিত মূর্তি সকলের ছায় অবস্থান করছিলেন, ইহাই নবমদশা মুছা ।
দশমী দশা মৃতি কিন্তু অমঙ্গলের ব্যাপার হওয়া হেতু প্রেমবতীদের প্রায় হয় না । ॥ বি• ১৪ ॥

পুরুষৈর্বলভিগুপ্তমচিৎ পরমন্ধিমং ।

বার্ষমাণো নৃভিঃ কৃষঃ প্রসহ ধনুর্বাদে ॥ ১৬ ॥

১৬ । অন্নয় : পরমন্ধিমং (‘পরমন্ধি’ সুবর্ণভূষণাদি মহাধনসম্পত্তিঃ তদ্ব্যক্তং ; বহুভিঃ পুরুষৈঃ (কংসভূতৈঃ) গুপ্তং (রক্ষিতং) অর্চিতং ধনুঃ কৃষঃ প্রসহ (বলাৎ) আদে (গৃহীতবান্), নৃভিঃ (রক্ষিভিঃ) বার্ষমাণঃ [ইপি] ।

১৬ । মূলানুবাদ : রক্ষিগণ ক্রোধে ও অন্যান্য সকলে স্নেহে নিবারণ করা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক কংসের ভূতগণের দ্বারা পরিরক্ষিত ও পূজিত সুবর্ণাদি অলঙ্কারে পরমসমৃদ্ধিম’ন ধনুটি হাতে তুলে নিলেন ।

১৫ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : তত ইতি সাক্ষিকম্ । ভক্তজনানুগ্রহানন্তরং জ্ঞানাত্মৈশ্ব-
র্যাতঃ সর্বথা চ্যুতিরহিতেইপি লীলাকৌতুকাবেশেন ধনুঃস্থানং পৃচ্ছন্নিত্যাди যোজ্যম্ । ঐন্দ্রং ধনুরিবতি
রত্নাদিজটিত্বেন বিচিত্রবর্ণবাং বৃহত্তরহাচ্চ, অতএবাত্ত্বতম্ ; তথা চ হরিবংশে—‘স তয়োর্দর্শয়ামাস তদনুঃ
স্তুস্তসন্নিভম্ । অনারোপামসন্তেতং দেবৈরপি সবার্হৈঃ ॥’ ইতি । ॥ জী° ১৫ ॥

১৫ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : ‘ততঃ’ থেকে ‘পরমন্ধিমং’ ১৫ শ্লোক একসঙ্গে
বার্হায়া । আচ্যুতঃ—ভক্তজনদের অনুগ্রহ করবার পর জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য থেকে চ্যুতিরহিত হয়েও লীলাকৌতুক
আবেশে প্রবুষঃ স্থানং—ধনুকের অবস্থিতি স্থান পৃচ্ছমানঃ—জিজ্ঞাসা করতে করতে তথায় গিয়ে বিশাল
এক ধনুক দেখতে পেলেন । — সেই ধনুক দেখতে প্রমুগ্ধঃ—আকাশের ইন্দ্রধনুর মতো, একপ উপমার
কারণ, এই ধনুকটি রত্নাদি খচিত হওয়া হেতু বিচিত্র বর্ণ ও অতিবিশাল, অতএব অদ্ভুত । হরিবংশে এক্রপই
আছে—“ধনুরক্ষক রামকৃষ্ণকে স্তুস্তত্বলা সেই ধনু দেখাল, ইন্দ্রাদি দেবগণও এই ধনু বাঁকিয়ে এনে ছিল
লাগাতে পারে না ।” জী° ১৫ ॥

১৬ । শ্রীজীব বৈ তো টীকা : পুরুষৈঃ কংসভূতৈরর্চিতত্বাদেব পরমন্ধিভূষণাদিমহাধন-
সম্পত্তিস্তদ্বৎ । বার্ষ্যেত্যাক্ষকম্ । নৃভিস্তদ্রক্ষিভিঃ ক্রোধাত্ত্বা সর্কৈরপি কংসভীত্যা স্নেহাদ্বার্ষ্যমাণোইপি ।
॥ জী° ১৬ ॥

১৬ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : পুরুষৈঃ—কংসভূতৈর দ্বারা অর্চিত হওয়া হেতুই এই
ধনু পরমন্ধিমং—ভূষণাদি মহাধন সম্পত্তিতে সমৃদ্ধিমান । বার্ষ্যমাণো নৃভিঃ ইতি—লোকের দ্বারা
নিবারিত হয়েও শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বকধনুটি গ্রহণ করল — রক্ষিগণ ক্রোধে, আর অন্যান্য সকলে কংসভয়ে
স্নেহে বারণ করল । ॥ জী° ১৬ ॥

১৬ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : প্রসহ বলাৎ । ॥ বি° ১৬ ॥

১৬ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : প্রসহ্য—বলপূর্বক । ॥ বি° ১৬ ॥

করেণ বামেন সলীলযুদ্ধতং সজ্যঞ্চ কৃত্বা নিমিষেণ পশ্যতাম্ ।

নৃণাং বিশ্বস্য প্রবভঞ্জনমধ্যতো যথেক্ষুদণ্ডং মদকর্যুর্নাক্রমঃ ॥ ১৭ ॥

ধনুষো ভজ্যমানস্ত শব্দঃ খং রোদসী দিশঃ ।

পুরয়ামাস যং শ্রুত্বা কংসস্ত্রাসযুগাগমং ॥ ১৮ ॥

১৭ । অর্থঃ : উরুক্রমঃ বামেন করেণ সলীলং উদ্ধৃতং [ধনুঃ] নিমিষেণ সজ্জং (আরোপিত) গুণং [চ] কৃত্বা পশ্যতাম্ নৃণাং [সমীপে] মদকরী (মদমত্ত হস্তী) ইক্ষুদণ্ডং যথা [ভঙ্গ্য করোতি তথা] বিকৃত্য মধ্যতঃ প্রবভঞ্জনং (ভগ্নং অকরোং) ।

১৮ । অর্থঃ : ভজ্যমানস্ত ধনুষঃ শব্দঃ খং (আকাশং) রোদসী (দ্রাবাপৃথিব্যো) দিশঃ (দিক্গুলঞ্চ) পুরয়ামাস । যং (শব্দং) শ্রুত্বা কংস ত্রাসং উপাগমং (প্রাপ) ।

১৭ । মূল্যাবুদাদ : মহাবলী শ্রীকৃষ্ণ অবলীলায় বামকরে সেই ধনুক উত্থাপন পূর্বক নিমেষ-মধ্যে ছিলা আরোপ করত আকর্ষণ করে উপস্থিত লোকজনের চোখের সামনেই মত্তহস্তীর ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গার মতো ভেঙ্গে ফেললেন মধ্যদেশে ।

১৮ । মূল্যাবুদাদ : সহজে ভেঙ্গে যাওয়ায় এরূপ মন্তব্য করাও ঠিক হবে না যে, ধনুকটি নরম ছিল, আদতে উহা ছিল বজ্রসার থেকেও অতি কঠিন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

ধনুক ভাঙ্গার শব্দে আকাশ, স্বর্গমর্ত, চতুর্দিক ভরে গেল । কংস জগতের ভয়স্বরূপ হলেও ভয়ে জড়সর হয়ে গেল, একে সত্ত্ব মৃত্যুস্বরূপ মনে করে ।

১৭ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : সলীলং সাবহেলম্ ; চকারাদস্ত সর্বৈরপাধ্যঃ । তথা নিমিষেণ তাস্যাপি উদ্ধৃতম্ উত্থাপিতং পশ্যতাং নৃণাং, তত্র রক্ষিণাং ক্রুদ্ধানামভোষাঞ্চাসম্ভবং, মল্লানামিতি জ্ঞেয়ম্ । অনাদরে বশী । অকার প্রলোষণানিমিষেণ নির্নিমেষতয়া পশ্যতামিতি বা ।

১৭ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদাদ : সলীলং—অবহেলার সহিত চ—এই ‘চ’কার প্রয়োগে ‘সলীল’ পদটি সর্বত্রই অর্থঃ, অর্থাৎ যা যা করলেন, সবকিছুই অনায়াসে করলেন । তথা বিশ্লেষণ ইতি—নিমিষের মধ্যেই এই ধনু উদ্ধৃতম্—উঠিয়ে ধরে সজ্জকৃত্বা—গুণ-যোজনা করে টান দিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন । — পশ্যতাম্, নৃণাং—লোকেরা চেয়ে দেখতে দেখতেই, — রক্ষিণগণ ক্রুদ্ধ হয়ে, আর অন্য সকলে অর্থাৎ মল্লগণ অসম্ভব বিবেচনায় চেয়ে দেখতে দেখতেই, এরূপ বুঝতে হবে । ‘কৃত্বা + অনিমেষেণ’ ‘কৃত্বা’ পদের অকার প্রলোষণে অর্থ হবে ‘অনিমেষেণ’ অর্থাৎ নির্নিমেষে নয়নে চেয়ে দেখতে দেখতে উঠিয়ে ধরলেন । ॥ জী° ১৭ ॥

১৭ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : নৃণাং পশ্যতাং প্রবভঞ্জেতি হংহো লোকাঃ শ্রুতচরমহিমদ্রুটিমকমে-তদেব ধনুঃ পূজ্যতে যুগ্মাংকঃ রাজ্ঞা ইদন্ত মংপাণিস্পর্শমাত্রেনৈব বিদীর্ণং ঘৃণজীর্ণমোষোপলব্ধমিতি প্রোবাচেনি জ্ঞেয়ম্ । ॥ ১৭ ॥

তদ্রক্ষিণঃ সানুচরং কুপিতা আততায়িনঃ ।

গ্রহীতুকামা আবক্রগৃহতাং বধ্যতামিতি ॥ ১৯ ॥

১৯ । অবয়ব : আততায়িনঃ (গৃহীত আয়ুধাঃ) তদ্রক্ষিণঃ কুপিতাঃ সানুচরঃ [তং কৃষ্ণং] গ্রহীতুকামাঃ গৃহতাম্ বধ্যতাম্ ইতি (ক্রবাণাঃ) আবক্রুঃ (শ্রীকৃষ্ণ আবৃতবস্ত্রঃ) ।

১৯ । মূল্যাববাদ : শ্রীবলরামাদি সহিত ঐ ধনুভঙ্গকারীকে ধরার ইচ্ছায় সেই রক্ষিগণ হাতে অস্ত্র ধারণ করত বলতে লাগল, ধর ধর, দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল, এরূপ বলতে বলতে তাঁদের ঘিরে ফেলল তারা ।

১৭ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : বৃণাং পশ্যতাম্, — নিকটস্থ লোকজনের চোখের সামনেই প্রবলভঙ্গ — ভেঙ্গে ছুটুকরা করে ফেললেন । — লোককে যেন ডেকে বলা হল — হং হো জনগণ ! প্রসিদ্ধ-মহিমসুপ্রতিষ্ঠিত এই ধনুক তোমাদের রাজা পূজা করে থাকে — এ কিন্তু আমার হস্ত-স্পর্শমাত্রেই ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেল, উপলব্ধি হল যেন ঘৃণজীর্ণ । ॥ বিং ১৭ ॥

১৮ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ন চ তন্মূলং মন্তব্যং কিন্তু বজ্রসারতোহপি পরমতিকঠিন-মিত্যাশয়েনাহ — ধনুষ ইতি । প্রাক্, খমন্তরীক্ষং পূরয়ামাস, শব্দশ্রাব্যাকাশগতত্বাং ; ততঃ রোদসী দ্বাবাভূমী, মহন্তরত্বেনোদ্ধাধোগামিত্বাং ; ততশ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ ; এবং সর্ব্বানপি লোকান্ অপূরয়দিত্যর্থঃ । কংসো জগদ্বীষণোহপি উপ আধিক্যেন ত্রাসং প্রাপ্তঃ, নির্ধাতকোটিনিষ্ঠুরতচ্ছব্দাদেব, বিচারতশ্চ তন্ম্যাং সত্ত্বো মৃত্যু-প্রাপ্তিমননাং ।

১৮ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : সহজে ভেঙ্গে গেল বলে এরূপ মন্তব্য করাও ঠিক হবে না যে, ধনুকটি নরম ছিল, কিন্তু উহা ছিল বজ্রসার থেকেও পরম অতিকঠিন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে — ধনুষ ইতি । প্রাং ধনুক ভাঙ্গার শব্দে প্রথমে আকাশ ভরে গেল কারণ শব্দের ধর্ম আকাশগত হয়ে যাওয়া । অতঃপর রোদসী স্বর্গমর্ত ভরে গেল, কারণ শব্দ অতি বিশাল হওয়ায় উহা উর্ধ্ব-অধো গামী হল । অতঃপর চতুর্দিক ভরে গেল — এইরূপে সর্বলোকই ভরে গেল ঐ শব্দে । কংস জগতের ভয়স্বরূপ হলেও ত্রাস উপাগম্যৎ — ‘উপ’ অতিশয় ভয় পেয়ে গেল, — নির্ধাত কোটি নিষ্ঠুর এই শব্দ হেতু । আর অতঃপর এর থেকেই তার সত্ত্ব মৃত্যুপ্রাপ্তি ঘটবে, এইরূপ বিচার হেতু । ॥ জী° ১৮ ॥

১৯ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : সানুচরং শ্রীরামাদিসহিতম্, তমাততায়িনঃ গৃহীতায়ুধাঃ গৃহতাং রাজ্ঞে সমর্পণায় জীবন্নব ধ্রুয়তাং, পশ্চাদ্ধতাং, পার্শ্বৈর্ঘত্বাতামিতি । এষা মহামদেনাবহেলোক্তিঃ । বান্ধেবীমতে তু অস্ত্রদ্বিধো গৃহতাং, বধ্যতামিতি জ্ঞেয়ম্, ॥

১৯ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : সানুচরং ইতি — শ্রীবলরামাদি সহিত ঐ ধনু-ভঙ্গকারীকে ধরার ইচ্ছায় আততায়িনঃ — গৃহীত আয়ুধ তদ্রক্ষিণঃ — সেই রক্ষিগণ বলতে লাগল

অথ তান্ দুরভিপ্রায়ান্ বিলোক্য বলকেশবো ।

ক্রুদ্ধো ধ্বন আদায় শকলে তাংশ্চ জঘ্নতুঃ ॥ ২০ ॥

বলঞ্চ কংসপ্রহিতং হত্যা শালামুখাং ততঃ ।

নিষ্ক্রম্য চেরতুহঁষ্ঠৌ নিরীক্ষ্য পুরসম্পদঃ ॥ ২১ ॥

২০ । অন্নয় : অথ বলকেশবো তান্ দুরভিপ্রায়ান্ বিলোক্য ক্রুদ্ধো [সন্তো] ধ্বনঃ শকলে (খণ্ডদ্বয়ম্) আদায় (গৃহীত্বা) তান্ জঘ্নতুঃ চ ।

২১ । অন্নয় : (তৌ) কংসপ্রহিতং (কংসেন প্রহিতং) বলংচ (সৈন্যঞ্চ) হত্যা ততঃ শালামুখাং (যজ্ঞগৃহদ্বারাং) নিষ্ক্রম্য পুরসম্পদঃ নিরীক্ষ্য হঁষ্ঠৌ চেরতুঃ ।

২০ । মূল্যাবাদ : অনন্তর কৃষ্ণবলরাম দুষ্টভাবাপন্ন ঐ রক্ষিগণকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুকের খন্দদ্বয় তুলে নিয়ে তা দিয়ে ওদের বধ করলেন ।

২১ । মূল্যাবাদ : এইরূপে কংস-প্রেরিত সৈন্যদের বধ করত যজ্ঞগৃহের দ্বার থেকে বের হয়ে মধুপুরীর সম্পদ নিরীক্ষণ করে ছুঁই হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তাঁরা ।

‘গৃহ্যতাং’—এদের ধর ধর — রাজার কাছে সমর্পণ করার জন্তু জীবন্তই ধর — পরে বধ করা যাবে — দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল । — ইহা মহাদণ্ডে রক্ষীদের অবহেলা সূচক উক্তি দেবীসরস্বতী মতে — আমাদের মতো জনদের ধরে ফেলাই ও বধ করাই উচিত, এরূপ বুঝতে হবে । ॥ জী° ১৯ ॥

১৯ । শ্রীবিষ্মনাথ টীকা : সানুচরং কৃষ্ণং গ্রহীতুকামঃ বধ্যতামিতি ব্রুবাণাঃ আবব্রুঃ । বাপ্দেশবীমতে তু অস্মরিধো জনো বধ্যতামিতি । ॥ ১৯ ॥

১৯ । শ্রীবিষ্মনাথ টীকাবুবাদ : অনুচরসহ কৃষ্ণকে গ্রহীতুকামা—ধরতে ইচ্ছুক (রক্ষিগণ) বধ্যতাম্—বধ কর বধ কর, এরূপ বলতে বলতে আবব্রু—ঘিরে ফেলল । শ্রীসরস্বতী মতে — আমাদের মত জন বধ্যতাম্—বধেরই যোগ্য ।

২০ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : দুরভিপ্রায়ান্ দুষ্টভাবান্, ধ্বনো ধনুষঃ, তান্ বিলোক্য ক্রুদ্ধো । জঘ্নতুশ্চেতি বাক্যভেদাত্তানিত্যাপুনরুক্ততা ।

২০ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : দুরভিপ্রায়ান্, তান্, - দুষ্টভাবাপন্ন তান্, বিলোকা—ঐ রক্ষিগণকে দেখে ক্রুদ্ধো—ক্রুদ্ধ রামকৃষ্ণ প্রহর—ধনুকের শকলে—খণ্ডদ্বয় তুলে নিয়ে তা দিয়ে রক্ষিদের জঘ্নতুঃ—বধ করলেন । (অথ কথার দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হওয়ায় শ্লোক শেষে [তাংশ্চ] ‘তান্,’ শব্দটি পুনরায় প্রয়োগ হল) । ॥ জী° ২০ ॥

২০ । শ্রীবিষ্মনাথ টীকা : ধ্বনো ধনুষঃ শকলে বে খণ্ডে গৃহীত্বা । ॥ ২০ ॥

২০ । শ্রীবিষ্মনাথ টীকাবুবাদ : প্রহরো—ধনুকের শকলে—দুখণ্ড আদায়—তুলে নিয়ে ।

॥ বি° ২০ ॥

তয়োস্তদদ্ভুতং বীৰ্যং নিশাম্য পুরবাসিনঃ ।

তেজঃ প্রাগল্ভ্যং রূপঞ্চ মেনিরে বিবুধোত্তমো ॥ ২২ ॥

তয়োবিচরতোঃ স্বৈরমাদিত্যোহন্তমুপেয়িবান্ ।

কৃষ্ণরামৌ যতো গোপৈঃ পুরাচ্ছকটমীয়তুঃ ॥ ২৩ ॥

২২ । অন্নয়ঃ : পুরবাসিনঃ তয়োঃ তদদ্ভুতং বীৰ্যং তেজঃ প্রাগল্ভ্যং (অকুণ্ঠং) রূপং চ নিশাম্য বিবুধোত্তমো (দেবোত্তমো শিব বিষ্ণু ততোহপি উত্তমো শ্রীসঙ্কর্ষণ বাসুদেবো বা) মেনিরে ।

২৩ । অন্নয়ঃ : তয়োঃ স্বৈরং বিচরতোঃ আদিত্যঃ অস্তং উপেয়িবান্ (প্রাপ্ত) [ততঃ] গোপৈঃ যতো কৃষ্ণরামৌ পুরাং শকটং (শকট অবমোচন স্থানং) ঈয়তুঃ (আজগ্মতুঃ) ।

২২ । মূল্যাবাদঃ : পুরবাসিগণ তাঁদের ধনুর্ভঙ্গনাদি অদ্ভুত বীৰ্য, তেজপ্রগল্ভতা ও রূপ দেখে তাঁদিকে দেবশ্রেষ্ঠ মনে করলেন ।

২৩ । মূল্যাবাদঃ : শ্রীকৃষ্ণবলরাম বহুস্থানে যথেষ্ট ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সূর্য অস্তমিত হল । তৎপর বয়স্ গোপগণে পরিবৃত হয়ে কৃষ্ণবলরাম মথুরা শহর থেকে তৎপ্রান্তস্থ নন্দের আবাসে আগমন করলেন ।

২১ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : কংসেন প্রহিতং বলং সৈন্য়ম্ । শ্লেষণে কংসস্ত সামর্থ্য-মিবেতি । ততস্তস্মাদেবেতি শালামুখবিশেষণং বা পূর্বসম্পদো নিরীক্ষ্য হৃষ্টৌ সন্তৌ পুনরপি চেরতুঃ, লীলয়া পূর্যাস্তব্রহ্মতুঃ ।

২১ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদ : কংসপ্রহিতং—কংসের দ্বারা প্রেরিত বলং—সৈন্য়গণকে হত্যা—বধ করত — অর্থান্তরে যেন কংসের সামর্থ্যই হীন করে দিয়ে — ততঃ শিলাঘ্নাং ইত্যাদি—সেই ধনুর্গ্রহের দ্বার থেকে বের হয়ে নগরের সম্পদ নিরীক্ষণ করত হৃষ্ট হয়ে পুনরায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন রামকৃষ্ণ । ॥ জী° ২১ ॥

২২ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : এবং দুষ্টদমনাদিনা শিষ্টানামানন্দো নিতরাং জাত ইত্যাহ—তয়োৱিতি । তৎ তত্রত্যং বীৰ্য্যং ধনুর্গ্রহণাদৌ পরাক্রমং, তেজঃ সর্বভাবভবনস্বভাবঃ, প্রাগল্ভ্যমকুণ্ঠং, রূপং সৌন্দর্য্যঞ্চ । তেজ আদীনাং দ্বৈন্দ্বিক্যম্ বিবুধোত্তমো শিববিষ্ণু, ততোহপ্যুত্তমো শ্রীসঙ্কর্ষণ বাসুদেবো বা ।

২২ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদ : এইরূপে দুষ্টদমনাদি হেতু সাধুব্যক্তিদের চিত্তে অতিশয় আনন্দ জাত হল, এই আশয়ে 'তয়ো ইতি' । তৎ—সেই স্থানে প্রকাশিত বীৰ্য্যং—ধনুর্গ্রহণাদি পরাক্রম, তেজঃ—সর্বপরাভব-করণরূপ স্বভাব প্রাগল্ভ্যম্—নিরতিশয় রূপং—সৌন্দর্য্য । কৃষ্ণের তেজাদি সবকিছুই নিরতিশয়—[তেজাদি সব পদের দ্বন্দ্ব সমাসে ঐক্য ।] পুরবাসিরা বিবুধোত্তমো শিব-বিষ্ণু বা এর থেকেও উত্তম শ্রীসঙ্কর্ষণ-বাসুদেব বলে মনে করলেন রামকৃষ্ণকে । ॥ জী° ২২ ॥

গোপ্যো মুকুন্দবিগমে বিরহাতুরা যা আশাসতাশিষ ঋতা মধুপূর্য্যভবন্ ।

সম্পত্তাং পুরুষভূষণ-গাত্রলক্ষ্মীং হিতৈতরান্ নু ভজতশ্চকমেহয়নং শ্রীঃ ॥ ২৪ ॥

২৪ । অয়ম্ : মুকুন্দবিগমে (মুকুন্দস্ত ব্রজং পরিত্যজ্য মথুরা প্রস্থানকালে) বিরহাতুরাঃ গোপ্যঃ যা আশীষঃ (অর্থাৎ “সুখং প্রভাতা রজনীয়ম্” ইতি রীত্যা পুরষোষিতাং যান্ অর্থান্) আশাসত (অবশ্য প্রাপ্যতেন ইষ্টবতাঃ স্বয়মভিপ্রেতবত্য ইত্যর্থঃ তাঃ সর্বাঃ আশিষঃ) মধুপুরি (মধুপুরে) পুরুষভূষণগাত্র-লক্ষ্মীং সম্পত্তাং (সমাগবলোকনপরাণাং জনানাং) ঋতাঃ (সত্যাঃ) অভূবন্, শ্রীঃ (মহালক্ষ্মীঃ) ভজতঃ (সম্পত্তি-কামনয়া সমুপাসীনামপি) ইতরান্ (ব্রহ্মাদিন্) হিতা [যামেব গাত্রশোভাং] অয়নং (আশ্রয়ং) চকমে (কনয়ামাস) ।

২৪ । মূলানুবাদ : মুকুন্দের ব্রজ থেকে মথুরা গমনকালে বিরহাতুরা গোপীগণ যে আশীর্বাদ করেছিলেন, যথা — ‘আমাদের ভোগ্য সুখ সম্পত্তি অথ মথুরা নারীগণ লাভ করবেন’, তা যথাযথই হল, মথুরাতে কৃষ্ণ-গাত্র দর্শন করায়, — যে গাত্রশোভা লক্ষ্মীদেবী অভিলাষ করেন, নিজেকে পাওয়ার জন্য কামনাপর ব্রহ্মাদিকেও ত্যাগ করত ।

২২ । শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : বীৰ্যং বলম্ । তেজঃ প্রভাবঃ । বিবুধোত্তমো বিষ্ণুর্ভ্রো বাস্তুদেবসঙ্কর্ষণো বা । ॥ ২২ ॥

২২ । শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকানুবাদ : বীৰ্যং—বল তেজঃ—প্রভাব বিবুধোত্তমো - বিষ্ণু-রুদ্র, বা বাস্তুদেব সঙ্কর্ষণ । ॥ বিং ২২ ।

২৩ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : বিশেষতো বহুত্রতাতয়া চরতেঃ আদিত্যোইন্তুমিতি তদা-নীমাবিকৃততংপ্রতাপাসহনত্বাদেবেতি ভাবঃ ।

২৩ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : বিচরতোঃ—‘বি’ বিশেষত অর্থাৎ বহুবল স্থানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আদিত্য ইতি সূর্য অস্তমিত হল, — সেই সময়ে আবিষ্কৃত কৃষ্ণের প্রতাপ অসহন হেতুই, একপ ভাব ।

২৩ । শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : শকটং শকটাবমোচনাভিধং মথুরাপ্রান্তস্থং নন্দাবাসম্ । ॥ ২৩ ॥

২৩ । শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকানুবাদ : শকটং—যেখানে বলদের স্কন্ধ থেকে জোয়াল খুলে দিয়ে শকটগুলি রক্ষিত হয়েছে, সেইস্থানে — অর্থাৎ মথুরা প্রান্তস্থ নন্দের আবাসে দৈয়ত্বঃ—আগমন করলেন । ॥ বিং ২৩ ॥

২৪ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অথ শ্রীগোপীনাং পুরজনানাঞ্চ প্রেমবর্ণননমুপসংহরতি—গোপ্য ইতি । অয়মর্থঃ—মুকুন্দস্ত বিগমে ব্রজং পরিত্যজ্য মথুরাপ্রস্থানে গোপ্যো বিরহাতুরাঃ সত্যো যা আশিষঃ ‘সুখং প্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ, সত্যা বভূবুঃ পুরষোষিতাং ব্রবন্,’ (শ্রীভা ১০।৩৯।২৩) ইতি-রীত্যা

পুরঘোষিতাং কামিনীনাং যান্ অর্থান্ আশাসতে অবশ্যপ্রাপ্যত্বেনেষ্টবতাঃ, স্বয়মভিপ্রেতবত্যা ইত্যর্থঃ। আঙ-
শাস্ত্র ইচ্ছায়াম্। তা আশিষো মধুপরি মধুপুবে পুরুষভূষণস্ত মুকুন্দস্ত গাত্রলক্ষ্মীং সম্যক্ পশ্যতামশ্রয়ামপি
জনানামব্যভিচারিণ্যো বভূবুঃ। তদ্বৎকর্ষার্থং তদগাত্রলক্ষ্মীমেব বিশিনষ্টি - হিবেতি। 'শ্রীর্ষংপদাম্বুজরজস-
কম তুলস্যা' - (শ্রীভা ১০।১৯।৩৭) ইত্যাদিরীত্য্যা, 'যদ্বাঙ্গয়া শ্রীঃ' (শ্রীভা ১০।১৬।৩৬) ইত্যাদিরীত্যা চ
ভক্ততঃ স্বসম্পত্তিকামনয়া সমুপাসীনানপি ইতরান্, হিবা তন্ময়নিজান্তরবৈভবমনাদৃত্য যামেবায়নমাশ্রয়ং কাম-
য়ামাস। তদেবং পরমযোগ্যানাং তাসাং বিরহমনভিনন্দনং, পরমযোগ্যাভাবাদেব পর্যাবসানেন তু ন স্থাস্ত্যতোব
বিরহ ইতি ধ্বনয়তি। বক্ষাতে চ স্বয়ং ভগবতা - 'ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যং। অনুস্মরন্ত্যো
মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈশ্যথ ॥' (শ্রীভা ১০।৪৭।৩৬) ইতি ॥

২৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ অতঃপর শ্রীগোপীদের ও মথুরাজনদের প্রেমবর্ণন
উপসংহার করা হচ্ছে - গোপ্য ইতি। মুকুন্দবিগমে - মুকুন্দের ব্রজ পরিত্যাগ করে মথুরা প্রস্থানকালে
গোপীগণ বিরহে কাতর হয়ে যা আশীষ - যে আশীর্বাদ করেছিলেন, যথা - 'মথুরানারীদের পক্ষে অত-
রজনী সুপ্রভাত, তাঁদের এই বিপ্রদত্ত আশীর্বাদ সফল হল, যেহেতু তারা আজ কৃষ্ণের মুখচন্দ্র আশ্বাদন
করবে।' - (শ্রীভা° ১০।২৯।২৩)। এই শ্লোক-অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, মথুরানারীদের কৃষ্ণরূপমাধুর্য-
আশ্বাদন আশাস্ত্রতে অবশ্য প্রাপ্যরূপে গোপীরা নিজেরাই ইচ্ছা করেছিলেন। সেই আশীষো -
আশীর্বাদ আজ সফল হল। আজ তাঁরা মধুপুবে পুরুষভূষণ মুকুন্দের গাত্রলক্ষ্মীং - গাত্র শোভা প্রাপ্তভরে
নিরীক্ষণ করতে থাকলেন। অতঃজনদের পক্ষেও তখন ইহা অবাধ হয়ে গেল। কৃষ্ণের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের জন্য
তাঁর গাত্রশোভা বিশেষভাবে বলা হচ্ছে, হিবা ইতি। - "যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য ব্রজাতির
চেষ্টি, সেই লক্ষ্মীদেবী তোমার বক্ষস্থলে স্থান লাভ করেও যেমন সপত্নী তুলসীর সহিত একত্রে তোমার ভক্ত-
গণ সেবিত পদরজ প্রার্থনা করে থাকেন" - (শ্রীভা° ১০।২৯।৩৭) ইত্যাদি রীতিতে, এবং - "যে পদরেণু
লক্ষ্মীদেবী পতিবক্ষবিলাসময় ভোগ ত্যাগ করত ব্রতপরায়ণ হয়ে বহুকাল তপস্যা করেও পায় নি"।
- (শ্রীভা° ১০।১৬।৩৬) ইত্যাদি কথা অনুসারে ভক্ততঃ - স্ব সম্পত্তি কামনার সহিত সম্যক প্রকারে উপা-
সনা পরায়ণ হলেও ইতরান্, হিবা - ব্রজাদিকে ত্যাগ ও তন্ময়নিজান্তরবৈভব অনাদর করত লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের
গাত্রলক্ষ্মীর অর্থ্যাৎ গাত্র শোভার আশ্রয় কামনা করেন। - এইরূপে ধ্বনিত হচ্ছে, পরমযোগ্যা ব্রজগোপীদের
বিরহ স্বদয়ে সাগ্রহে গ্রহণ না করলেও পরমযোগ্যরূপেই উহার পর্যাবসানের দ্বারা কিন্তু ধ্বনিত হচ্ছে এর
স্থায়িত্ব নেই। - ব্রজে প্রকটলীলায় বিরহ তিন মাস মাত্র। এর মধ্যেও প্রাতুর্ভাব সদৃশ বিস্মৃতিজাত হয়।
তিন মাস পর প্রাতুর্ভাব অর্থ্যাৎ অতর্কিতে মিলন হয়। - (লঘু ভা° ৪৬৯)। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ইহা বলেছেন,
যথা - "যেহেতু তোমরা মনের যাবতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক উহা আমার প্রতি সমর্পণ করত সর্বদা আমা-
কেই নিরন্তর চিন্তা করছ, সেই জন্য অচিরেই আমাকে নিকটে লাভ করবে।" - (শ্রীভা° ১০।৪৭।৩৬)।

অবনিক্তাজিযুগলৌ ভুক্তা ক্ষীরোপসেচনম্ ।

উষতুস্তাং সুখং রাত্রি জ্ঞাত্বা কংসচিকীর্ষিতম্ ॥ ২৫ ॥

২৫। অন্নয়ঃ [অথ] অবনিক্তাজিযুগলৌ ‘প্রক্ষালিত পাদপদ্মৌ তৌ’ ক্ষীরোপসেচনং (ক্ষীরমিশ্রায়ম্) ভুক্তা কংসচিকীর্ষিতম্ (কংসস্য) অভিপ্রায়ঃ জ্ঞাত্বা তাং রাত্রি সুখং উষতু (যাপয়ামাসুঃ) ।

২৫। মূল্যবাবাদঃ মথুরাপ্রাপ্তস্থ নন্দাবাসের কৃষ্ণকথা বলা হচ্ছে — অনন্তর দাসগণ কর্তৃক পদযুগল ধোয়া হয়ে গেলে দুধে মাখা অন্ন খেয়ে নিয়ে কৃষ্ণবলরাম ছুভাই গাঢ় নিজায় সারারাত কাটিয়ে দিলেন, লোক মুখে কংসের দুঃখভিসন্ধি জেনেও ।

২৪। শ্রীবিষ্মবাত্ টীকা : ব্রজসুন্দরীভাবভাবিতবাদকস্য ঐতর্য্যাস্বতীভাবিতবিবাদো মুনীন্দ্রঃ পরীক্ষিতং পূর্বকথাং স্মারয়তি,— গোপ্য ইতি । মুকুন্দস্য বিগমে ব্রজান্নির্গমনসময়ে যা আশিষঃ ভবিষ্যন্তীঃ সুখসম্পত্তীঃ আশাসত অস্মাকমাশিষোইতুপূর্বস্থাঃ প্রাপ্তান্তীত্যভাবন্ত । “সুখং প্রভাতা রজনীয়”মিতি অগ্ন্যং তত্র দৃশ্যো ভবিষ্যত” ইত্যাদিকাস্তাং মধুপূর্বাং কৃষ্ণগাত্রশোভাং পশ্যতাং ঋতাঃ সত্য যথার্থ্য এবাহুবন্ কথং তাদৃশীনাং বিলাপোক্তিরপাত্মথা ভবেদিত্যি ভাবঃ । শ্রীশ্রীলোক্যবর্তিত্যপি শোভা সর্বশোভাধিষ্ঠাত্রী-দেবতা ইতরান্ ভজতঃ স্বং কাময়মানানপি পুংসস্তাত্ত্বায়াং গাত্রশোভাং চকমে “ভূষণভূষণাঙ্গ”মিতিবৎ স্বং শোভয়িতুমিতি ভাবঃ । গাত্রলক্ষ্মীং বিশিনষ্টি । অয়নং প্রাকৃতাপ্রাকৃতসর্বশোভানামাশ্রয়ণীয়মিত্যর্থঃ ॥ বিং ২৪ ॥

২৪। শ্রীবিষ্মবাত্ টীকাবাবাদঃ মুকুন্দের ব্রজ থেকে মথুরা গমনকালে ব্রজদেবীগণ একরূপ ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন, যথা — ‘সুখং প্রভাতা’ ইত্যাদি — (১০।১৯।২০) অর্থাৎ “মথুরা অঙ্গনাদের পক্ষে অদ্য রজনী সুপ্রভাত, আর আমাদের পক্ষে দুঃখদ প্রভাত । তাঁদের বিপ্রদত্ত আশীর্বাদ সফল আর আমাদের হল বিফল । যেহেতু তাঁরা আজ শ্রীকৃষ্ণের পুরীপ্রবেশকালে তাঁর অপাঙ্গ উৎকলিত মুহুমধুর হাসিঝরা মাদকদ্রব্যস্বরূপ মুখচন্দ্র নিজ কটাক্ষ-রসনায় আশ্বাদন করবে ।” — মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব উপযুক্ত ব্রজসুন্দরীভাবে ভাবিত থাকা হেতু অকস্মাৎ সেই বিরহস্বতী জনিত বিষাদগ্রস্ততায় মহারাজ পরীক্ষিতকে পূর্বকথা স্মরণ করাচ্ছেন — গোপ্য ইতি । মুকুন্দবিগমে — মুকুন্দের ব্রজ থেকে মথুরা গমনকালে বিরহাতুরা গোপীগণ যে আশিষ-আশীর্বাদ করেছিলেন, যথা আশাসমত — ‘আমাদের ভোগ্য সুখসম্পত্তি অদ্য মথুরানারীগণ লাভ করবেন’, তা ঋতা-যথার্থ্যই হল, মথুরাতে কৃষ্ণগাত্র দর্শন করায়, — কি করে তাদৃশী ব্রজনারীদেব বিলাপ উক্তিও অত্যাধিক হবে, একরূপ ভাব । শ্রীঃ — ত্রিলোকবর্তী ‘শোভা’ সর্বশোভাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইতরান্ ভজতঃ — নিজেকে পাওয়ার জন্য কামনাপর অগ্ন্যং পুরুষদের ত্যাগ করত যে গাত্রশোভা চকমে — অভিলাষ করেন, নিজেকে শোভিত করার জন্য । — “কৃষ্ণের অঙ্গ ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ” ইতিবৎ ; একরূপ ভাব । ॥ বিং ২৪ ।

২৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা। অবনিক্ত ইতি তৈব্যাখ্যাতম্ তত্র যয়োরিতি ষষ্ঠী তত্তদঙ্গ-
সেবককর্তৃকং বোধ্যতে। ক্ষীরমিশ্রমিতি শ্রীব্রজেশ্বর্যা সায়মশনার্থং শকটস্থাপিতাগ্নিধানীস্থিতভাণ্ডবৃন্দনি-
ক্ষিপ্তমিতি জ্ঞেয়ম্। ক্ষীরেণোপসিচ্যতে ইতি কর্মণি লুড়্‌বিধানাৎ। কংসস্ত চিকীর্ষিতং প্রাতর্মঞ্চাক্রমহা-
জনসমাগমমধ্যে রঙ্গভূমৌ মল্লযুদ্ধাদিবিধাপনেচ্ছাং জ্ঞাত্বা লোকমুখাং শ্রদ্ধা স্মৃৎ তদ্ব্যর্থমায়াসং বিনা স্বস্থং
যথা স্মৃত্বা। যৎ খলু রঙ্গকাদিকং হত্বা পাদাবনেজনমাত্রং কৃত্বা, ন তু স্নাত্বা ভুক্তং তত্রৈদং মণ্ডামহে—
পাপিনাং বধঃ খলু পরমধর্ম্য এব। তথা ‘প্রত্যঙ্গলন্ত তীর্থানি প্রতিহস্তং সুরালয়াঃ’ ইতি মথুরামাহাত্ম্য-
বচনাদরঃ কর্তব্য এব। ততস্তদনন্তরং স্নানং যুক্তমিতি ॥

২৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদঃ [শ্রীশ্বামিপাদ— অবনিক্তং—‘যয়োঃ’ যাদের
পদযুগল ধোয়া হয়ে গিয়েছে সেই কৃষ্ণবলাই ক্ষীরোপসেচনম্—‘ক্ষীরমিশ্রম্ অন্নং’ দুধ-মাখা অন্ন খেয়ে
সুখং উষতুঃ—সুখে থাকি কাটালেন।] টীকায় ‘যয়োঃ’ ষষ্ঠী ব্যবহারের বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণবলাইর অঙ্গ-
সেবক কর্তৃক ঐ পা ধোয়ানো কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে, এরূপই অভিমত শ্রীশ্বামিপাদের। টীকার ‘ক্ষীরমিশ্রম্
ইতি’—শ্রীব্রজেশ্বরী সায়কালে ভোজনের জন্তু যে দুধমাখা অন্ন সঙ্গে দিয়েছিলেন, তা শকটস্থ অগ্নিধানীস্থিত
ভাণ্ডবৃন্দে ধরা ছিল, এরূপ বুঝা যাচ্ছে—কর্মণি লুড়্‌বিধান হেতু। কংস-চিকীর্ষিতম্—প্রাতঃকালে
মঞ্চে (উচ্চস্থানে) আকৃষ্ট মহাজন সমাগম মধ্যে রঙ্গভূমিতে কংসের মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করণেচ্ছা জ্ঞাত্বা—
লোকমুখে শুনেও সুখং—কংসবধ অনায়াস-সাধ্য মনে করে নিরুদ্ধেগে রাত্রিঃ উষতুঃ—রাত কাটিয়ে
দিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে রঙ্গকাদিকে বধ করত শুধুমাত্র পা ধুয়ে, স্নান না করেই খাওয়া দাওয়া
করলেন, এতে মনে হচ্ছে, পাপীদের বধ পরম ধর্মই। তথা ‘মথুরার প্রতি অঙ্গুলিই তীর্থ’, প্রতিহস্তই
দেবালয়।’—এই মথুরা মাহাত্ম্যবচন আদর করা কর্তব্য। অতএব খাওয়া দাওয়ার পরই স্নান
যুক্তিযুক্ত। ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ অবনিক্তং দাসৈঃ কালিতমজ্জিযুগলং যয়োস্তৌ। ক্ষীরোপসেচনং
ক্ষীরেণ ব্রজস্থকৃষ্ণপ্রিয়বক্ষ্যনীত্বেন শকটোপরিস্থ গ্নিধাত্মাং ব্রজেশ্বর্যৈবাপিতভাণ্ডবৃন্দে উপসিচ্যমানমোদনং
ভুক্ত্বা কংসস্ত চিকীর্ষিতং পরেদ্যবি স্বহিংসন-ব্যবসায়ং জ্ঞাত্বাপি নির্ভয়ত্বাৎ স্মৃৎস্বাপাধিক্যেন উষতুঃ। ভোঃ
পুত্রৌ, অদ্য কিং কৃতং মুক্তাভ্যাং যুবাভ্যাম্? হস্ত হস্ত কথমর্চিতং ধনুর্ভগ্নং কথং বা তদ্রক্ষিণো হতাঃ ন জানে
ক্রোধান্ কংসঃ স্বঃ কিং করিষ্যতি। হা হা কথং যয়া গার্ভাৎ যুবামানীতাবিত্যাদি ভীতস্ত সর্বাং রাত্রিমনিদ্রাপশু
পিতুর্নন্দস্ত বাক্যং স্বাপাধিক্যাদেব তৌ ন শ্রুতবস্তাবিতি জ্ঞেয়ম্। ॥ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদঃ অবনিক্তং—দাসদের দ্বারা কালিত-পদযুগল কৃষ্ণবলরাম।
ক্ষীরোপসেচনং—ব্রজস্থ দীর্ঘদিনের বিয়ানো কৃষ্ণপ্রিয় গাভীর দুধে মাখা অন্ন, যা শকটোপরিস্থিত
অগ্নিধানীতে মা যশোদার দ্বারা অর্পিত হয়েছে তা ভুক্ত্বা—খেয়ে সুখং উষতুঃ—গাঢ় সুখনিদ্রায় রাত
কাটিয়ে দিলেন, পরদিন কংসকর্তৃক নিজেতে যে হিংসন ব্যাপার হবে, তা জেনেও। ওহে বাছাধন,

কংসস্তু ধনুষো ভঙ্গং রক্ষিণাং স্ববলশ্চ চ ।

বধং নিশম্য গোবিন্দ রাম-বিক্রীড়িতং পরম ॥ ২৬ ॥

দীর্ঘপ্রজাগরো ভীতো দুর্নিমিত্তানি দুর্মতিঃ ।

বহুশ্যচেষ্টোভয়থা মৃত্যোদৌত্যকরাণি চ ॥ ২৭ ॥

২৬-২৭। অবয়ব : দুর্মতি কংসঃ তু পরং 'কেবলং' গোবিন্দরাম বিক্রীড়িতং [ন তু যুদ্ধরূপং] ধনুষঃ ভঙ্গং রক্ষিণাং স্ববলশ্চ চ বধং নিশম্য ভীতঃ দীর্ঘজাগরঃ উভয়থা (স্বপ্নজাগরিত ভেদেন) বহুনি মৃত্যোঃ দৌত্যকরাণি দুর্নিমিত্তানি অচেষ্ট (দদর্শ) ।

২৬-২৭। মূল্যাবুবাদ : দুর্মতি কংস কেবল মাত্র কৃষ্ণরামের ক্রীড়াকলাপ—ধনুর্ভঙ্গ, রক্ষী ও সৈন্যদের বধ শুনে (কোনও পরাক্রম শুনে-যে, তা নয়) ভীত হওয়ায় ঘুমোতে পারল না। স্বপ্ন-জাগরণ উভয় অবস্থায় বহু মৃত্যু-দৌত্যকারী অমঙ্গলের চিহ্ন দেখতে লাগলেন।

আজ মুগ্ধ তোমরা কি কাণ্ড করলে ? যে ধনুর অর্চন হয়, হায় হায়, অহো তা কেন ভাঙতে গেল, কেনই বা উহার রক্ষিণকে বধ করলে ? জানি না, ফ্রুদ কংস কাল কি-না করে ? হায় হায় কেনই বা তোমাদের ছতাইকে গোষ্ঠ থেকে এখানে নিয়ে এলাম ।' — এইরূপে ভীত, সারারাত অনিদ্র পিতা নন্দের বাক্য গাঢ় নিদ্রা বশতঃ তাঁরা ছতাই কিছুই শুনে পেলেন না, এরূপ বুঝতে হবে । ॥ বি° ২৫ ॥

২৬-২৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : কংসস্তি যুগাকম্ । কংসস্তু ধনুর্ভঙ্গাদিকং নিশম্য তঞ্চ পরং কেবলং রামকৃষ্ণয়োর্বিক্রীড়ারূপং, ন তু যুদ্ধরূপং নিশম্য ভীতো দুর্নিমিত্তাশ্চেষ্ট ।

দুর্মতিস্তদীনাংপি শ্রীভগবদ্ভাগবতদ্রোহানিবৃত্তেঃ । অয়ং সর্বত্রৈব হেতুঃ । বহুনিঃ রাজাভঙ্গাদিহে-
তুনি তাবদদর্শঃ ; তথা মৃত্যোদৌত্যমিব কুর্বন্তীতি তৎকরাণি তৎসূচকানি চ দদর্শেতার্থঃ । ॥ ২৬-২৭ ॥

২৬-২৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : 'কংসস্তু' এই ছুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা হবে । — কংসও ধনুর্ভঙ্গাদি ব্যাপার শুনে — তাও পরম—সবেমাত্র রামকৃষ্ণের বিচিত্র ক্রীড়ারূপ কর্ম, যুদ্ধরূপ নয় কিন্তু । — উহা শুনেই ভীত হয়ে দুর্নিমিত্তাণি - অশুভ লক্ষণ দেখতে লাগলেন ।

দুর্মতি—তখনও কংসের চিত্ত শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবতগণের প্রতি দ্রোহের অনিরুক্তি হেতু তাঁর সম্বন্ধে এই 'দুর্মতি' শব্দটি প্রয়োগ হল । তার এই দুর্মতি সর্বত্রই তার অপকর্মের হেতু । বহুনি—রাজকর্মে প্রতিবন্ধকরূপ বহু দুর্নিমিত্তাণি—অমঙ্গল চিহ্ন দেখতে লাগলেন । তথা মৃত্যোদৌত্য করাণি চ—যেন মৃত্যুর দূতগিরি করছে, এরূপ 'দুর্নিমিত্তানি' অমঙ্গল চিহ্নও দেখতে লাগলেন । ॥ জী° ২৬-২৭ ।

২৬-২৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তঞ্চ বধং পরং কেবলং রামকৃষ্ণয়োর্বিক্রীড়িতং নতু পরাক্রমং নিশম্য । উভয়থা স্বপ্ন জাগরণপ্রকারেণ মৃত্যোদৌত্যমিব কুর্বন্তীতি তানি । ॥ ২৬-২৭ ॥

২৬-২৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : সেই রক্ষী ও সৈন্যদের বধও পরম—সবেমাত্র রামকৃষ্ণের বিচিত্র ক্রীড়া, পরাক্রম কিন্তু নয় — তাই শুনেই উভয়থা—স্বপ্ন-জাগরণ উভয় অবস্থায় যা মৃত্যুর দূত-

অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিকূপে চ সত্যপি ।

অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিষাং তথা ॥ ২৮ ॥

ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ ।

স্বর্ণপ্রতীতিবৃক্ষেষু স্বপদানামদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥

স্বপ্নে প্রেত-পরিষঙ্গঃ খরযানং বিবাদনম্ ।

যায়ান্নলদমাল্যেকতৈলাভ্যঙ্গো দিগম্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অগ্নানি চেতন্তুতানি স্বপ্নজাগরিতানি চ ।

পশ্যন্ মরণসম্ভ্রস্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তয়া ॥ ৩১ ॥

২৮-৩১। অন্নয়ঃ : [তানি দুর্নিমিত্তানি আহ] প্রতিকূপে (জলাদৌ প্রতিবিম্বে) সতি চ অপি স্বশিরসঃ অদর্শনং, দ্বিতীয়ে (চক্ষুরন্তর্য্যানে অঙ্গুল্যাদৌ বস্তুস্তরে) অসত্যপি (অবিদ্যমানৈপি) চন্দ্রা-
দিনাচ দ্বৈরূপ্যং (দ্বিত্বং), তথা ছায়ায়াং (স্ব প্রতিবিম্বে) ছিদ্রপ্রতীতিঃ, প্রাণঘোষানুশ্রুতিঃ (পিহিত কর্ণপুটস্য ঘো-
অন্তঃশ্রায়মানো ধ্বনিঃ স প্রাণঘোষঃ তস্য অশ্রবণং), বক্ষেণু স্বর্ণ প্রতীতিঃ, স্বপদানাং (ধূলিকর্দমাদৌ পদচিহ্না-
ণাম্) অদর্শনম্— [এতানি জাগরিত দুর্নিমিত্তানি]। —[তথা] স্বপ্নে প্রেতপরিষঙ্গঃ; (মৃত আলিঙ্গনং),
খরযানং (গর্দভেন গমনং) বিবাদনং (বিষভক্ষণং), নলদমালী (জবাকুসুম মালাধারী), তৈলাভ্যঙ্গঃ (তৈলনা-
ভ্যঙ্গঃ), দিগম্বরঃ একঃ (কশ্চিদজনঃ) যায়াং (গচ্ছতি ইত্যোং রূপং) ইথাং ভূতানি স্বপ্নজাগরিতানি অগ্নানি চ
(দুর্নিমিত্তানি) পশ্যন্ মরণসম্ভ্রস্তঃ [সঃ] চিন্তয়া নিদ্রাং ন লেভে । ॥ ২৮-৩১ ॥

২৮-৩১। মূলানুবাদঃ : সেই অমঙ্গলের চিহ্ন কিরূপ, তাই বলা হচ্ছে—

জলাদিতে শিয় প্রতিবিম্বে মস্তক অদর্শন, চক্ষুর ব্যবধানকারী অঙ্গুল্যাди অগ্নবস্তুর অবিদ্যামানেও
সূর্যাদি জ্যোতিষ্কণের দ্বিত্ব প্রতীতি, নিজের ছায়াতে ছিদ্র প্রতীতি, আচ্ছাদিত কর্ণপুটে বক্ষস্পন্দনধ্বনি
অশ্রবণ, বক্ষে স্বর্ণবর্ণ প্রতীতি, ধূলা কাদায় স্বপদচিহ্ন অদর্শন — এইসব হল জাগ্রত অবস্থার অমঙ্গল চিহ্ন।
— অতঃপর স্বাপ্নিক অবস্থার অন্তঃ লক্ষণ বলা হচ্ছে — প্রেত আলিঙ্গন, গর্দভ আরোহন, বিষভক্ষণ ও জবা-
কুসুম মালাধারী-নগ্ন-তৈলাক্ত দেহ কোনও এক ব্যক্তি এগিয়ে আসছে, এরূপ দর্শন। স্বপ্ন-জাগ্রত অবস্থায়
এরূপ ও অগ্নাত আরও অদ্ভুত দর্শন করে কংস মৃত্যুভয় জনিত চিন্তায় ঘুমোতে পারল না।

গিরির মতো কর্মপরায়ণ, সেইরূপ দুর্নিমিত্তানি—অশুভ লক্ষণ সমূহ দেখতে লাগল কংস।

॥ বিং ২৬-২৭ ॥

২৮-৩১। শ্রীজীবৈবতোঽট্টিকাঃ : অদর্শনমিতি ত্রিকম্। দ্বিতীয়েতি তৈর্য্যাত্যাতম্।

তত্র চক্ষুযোঃস্তর্কানং তদ্বৈতুর্দঙ্গুল্যাदि তস্মিন্নসত্যপীতার্থঃ। আদিগ্রহণাং তত্র মুখ্যতেন যত্নাসূচকানি
জাগর-দুর্নিমিত্তানি বিশেষাদর্শয়তি—কাচকামলাদয়ঃ। দ্বৈরূপ্যং দ্বিত্বভাণং, চকারদ্বয়মদর্শন-দর্শনয়োর্বয়োরাপি
প্রাধান্যবোধনার্থম্। এবং তথৈত্যস্য পরেণাশ্রয়ঃ।

সচ্ছায়ায়াং ছিদ্ৰপ্রতীতিঃ সচ্ছিদ্রতাদর্শনমিত্যর্থঃ । ঢীকায়াং জাগরিতানীতি সংজাতো জাগরো যেযু তানি জাগরসম্বন্ধীনীত্যর্থঃ ।

দীর্ঘপ্রজাগরত্বেইপি কদাচিচ্ছিত্ত্বয়ৈব তদ্ভা স্তাদিতি স্বপ্ন ইত্যুক্তম্ ।

স্বপ্নজাগরিতানি তত্ত্বংসম্বন্ধীনি । ॥ জী° ২৮-৩১ ॥

২৮-৩১ । শ্রীজীব বৈ° তো° ঢীকাবুবাদ : ‘অদর্শনম্’ ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে অমঙ্গল চিহ্ন সকল বলা হচ্ছে — দ্বিতীয়ে—চন্দ্রাদিকে দুই দুই দেখা । শ্রীস্বামিপাদ এই পদটির যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেখানে ‘নজরের ব্যবধান’ পদের অর্থ এরূপ, যথা — নজরের ব্যবধান সৃষ্টিকারী অঙ্গুল্যাঙ্গি চোখের উপর না থাকলেও এক চন্দ্রাদির দুই দুই দর্শন ।

স্বামিপাদ অঙ্গুলীকে দৃষ্টির আচ্ছাদন রূপে নির্দেশ করে উহাকে হেতুরূপে দেখালেন চন্দ্রের দ্বিধ দর্শনে । এই ‘অঙ্গুলী’পদের সহিত যে ‘আদি’ শব্দ দিলেন, তার দ্বারা দৃষ্টির অগ্রাঘ্র আবরণ সৃষ্টিকারী পিত্তরোগ-নেত্ররোগ প্রভৃতিকেই হেতুরূপে দেখালেন, মৃত্যুসূচক জাগ্রত অবস্থার অশুভ লক্ষণ দর্শনে । দ্বৈতরূপাং— দ্বিধ প্রতীতি । শ্লোকে প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে একটি করে ‘চ’কার — এই ‘চ’কারদ্বয় দেওয়া হয়েছে প্রথম লাইনের অদর্শন ও দ্বিতীয় লাইনের দর্শন, দু-এরই প্রাধান্য বুঝাবার জন্য । এবং দ্বিতীয় লাইনের ‘তথা’ পদটি পরের লাইনের সহিত অর্থ ।

নিজ ছায়াতে ছিদ্ৰপ্রতীতিঃ — সচ্ছিদ্রতা দর্শন । শ্রীস্বামিপাদের ঢীকায় ‘জাগরিতানি’ সম্যক প্রকারে জাগন্ত অবস্থা, সেই জাগন্ত অবস্থা সম্বন্ধী দুর্নিমিত্তানি’ অশুভ লক্ষণ সকল ।

স্বপ্ন—দীর্ঘ সজাগ অবস্থার মধ্যেও কদাচিৎ চিন্তা হেতুই তদ্ভা এসে যায়, ইহাকেই বলা হল স্বপ্ন ।

স্বপ্নজাগরিতানি—স্বপ্ন ও জাগন্ত অবস্থা সম্বন্ধী অন্যান্য অশুভ লক্ষণ । ॥ জী° ২৮-৩১ ॥

২৮-৩১ । শ্রীবিষ্ণুবাথ ঢীকা : তানি দর্শয়তি—ত্রিভিঃ । দর্পণাদৌ প্রতিক্রমে দৃশ্যমানেইপি স্বশিরসস্ত্রাদর্শনম্ । দ্বিতীয়ে দ্বৈতরূপাহেতুভূতে চক্ষুরন্তর্দানকারিণ্যঙ্গুল্যাঙ্গিদৌ অসতাপি জ্যোতিষাং চন্দ্রাদীনাং দ্বিধ, ছায়ায়াং স্বপ্রতিবিম্বে ছিদ্ৰপ্রতীতিঃ । পিহিতকর্ণপুটস্থ যোইন্তঃ জায়মাণো ধ্বনিঃ স প্রাণঘোষাস্ত-স্যাশ্রবণম্ । বৃক্ষেষু স্বর্ণবর্ণপ্রতীতিঃ । রজঃ কর্দমাдиষু স্বপদানামদর্শনম্ । এতানি জাগরণদুর্নিমিত্তানি । প্রৈতৈঃ মূতৈঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ সহ পরিষদঃ । খরযানং গর্দভারোহণং, বিবাদনং বিষভক্ষণম্ । নলদমালী জবা-কুহুমমালাবান্ যাযাদগচ্ছেদিতি যন্তদপ্যেকং দুর্নিমিত্তং স্বপ্নজাগরিতানি তৎসম্বন্ধীনি । ॥ ২৮-৩১ ॥

২৮-৩১ । শ্রীবিষ্ণুবাথ ঢীকাবুবাদ : সেই অশুভ লক্ষণ সমূহ দেখান হচ্ছে তিনটি শ্লোকে । দর্পণাদিতে প্রতিমূর্তি দেখা গেলেও সেখানে নিজের মস্তক অদর্শন । দ্বিতীয়ে — একই বস্তুর দুইরূপ দর্শনের হেতুভূত চক্ষুর অন্তঃপাতীকারিণী অঙ্গুল্যাদির অভাবেও জ্যোতিষাং—চন্দ্রাদির দ্বিরূপ দর্শন । ছায়ায়াং—স্বপ্রতিবিম্বে ছিদ্ৰপ্রতীতি । প্রাণঘোষানুপ্রকৃতিঃ—আচ্ছাদিত কর্ণপুটে যে বক্ষস্পন্দন-ধ্বনি শ্রুত হয়, তাকে বলে প্রাণঘোষ, তার অশ্রবণ । বৃক্ষে স্বর্ণবর্ণপ্রতীতি । স্বপদানামদর্শনম্,— কাদা ধূলায় নিজের পদচিহ্ন অদর্শন । — এইসব হল জাগ্রত অবস্থার অশুভ লক্ষণ ।

ব্যুষ্ঠায়াং নিশি কৌরব্য সূর্য্যে চান্দ্র্যঃ সমুথিতে ।

কারয়ামাস বৈ কংসো মল্লকীড়ামহোৎসবম্ ॥ ৩২ ॥

আনচ্চুঃ পুরুষা রঙ্গং তুর্য্য-ভের্য্যশ্চ জঘ্নিরে ।

মঞ্চাশ্চালঙ্কৃতাঃ অগ্ভিঃ পতাকা-চৈল-তোরণৈঃ ॥ ৩৩ ॥

৩২। অম্বয়ঃ কৌরব্য! (হে কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ) নিশি ব্যুষ্ঠায়াং (প্রভাতায়াং সত্যাং) সূর্য্যে চ চান্দ্র্যঃ (সলিলমধ্যাং) সমুথিতে [সতি] কংসঃ মল্লকীড়া মহোৎসবং কারয়ামাস বৈ ।

৩৩। অম্বয়ঃ পুরুষাঃ (কংসভৃত্যাঃ) রঙ্গং (মল্লকীড়াস্থানং) আনচ্চুঃ (মঙ্গলকলসস্থাপনাদিনা অলঙ্কৃতঃ) তুর্য্যভের্য্যশ্চ জঘ্নিরে (বাদিতবন্তঃ) মঞ্চাশ্চ অগ্ভিঃ পতাকাচৈল-তোরণৈঃ অলঙ্কৃতাঃ ।

৩২। মূল্যাবুদাঃ হে কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ! অরুণোদয় কালে সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মথুরায়ও সূর্য্যোদয় দৃষ্ট হল। সেই সময়ে কংস মল্লকীড়াশ্রম মহোৎসব আরম্ভ করিয়ে দিলেন ।

৩৩। মূল্যাবুদাঃ কংসভৃত্যগণ মল্লকীড়াস্থান মঙ্গলকলস স্থাপনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করল। তুরী, ভেরী বাজাতে লাগল। মালা, পতাকা, তোরণের দ্বারা মঞ্চ সাজাল।

স্বাপ্নিক অবস্থার অশুভ লক্ষণ — প্রেত-আলিঙ্গন, ধ্বংসানং—গর্দভ আরোহন, বিষাদবৎ—বিষভক্ষণ নন্দদম্বালী ইতি—জবাকুসুম মালাধারী, নগ্ন, তৈলাক্তদেহ কোনও এক ব্যক্তি এগিয়ে আসছে, এরূপ দর্শন—স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় আরও অন্যান্য অদ্ভুত দর্শন । ॥ বি° ২৮-৩১ ॥

৩২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ ব্যুষ্ঠায়ামিতি অরুণোদয় বিবক্ষিতঃ। তর্হি কথমন্ধকরাংশ এব? নেতাহ—সূর্য্য চেতি। সমুদ্রতীরস্থৈঃ সূর্য্যা যদা তত এবোত্তিষ্ঠন্নদৃশ্যত, তদৈবাত্রতোদয়সম্মিখাবিতার্থঃ; ইতি ত্বরা তদনুরূপকালতা চ দর্শিতা। মল্লকীড়াশ্রমং মহোৎসবং কারয়ামাস, আবেশ ইত্যর্থঃ। এবমাত্মবোধোপায়ঃ স্বয়মেব কৃত ইতি তদ্বৎকৃত্যশ্চর্য্যোণ সম্বোধয়তি - কৌরবোতি।

৩২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদাঃ ব্যুষ্ঠায়ায়—এই শব্দে অরুণোদয় বক্তব্য, তাহলে সে সময়ে কি প্রকারে রাত্রির অন্ধকার অংশ থাকে? থাকতে পারে না, এই আশয়ে বলা হল সূর্য্যোচ্চান্দ্র্যঃ সমুথিতে—সমুদ্রতীরস্থ জনের চক্ষে সূর্য যখন সমুদ্র থেকে উঠছে এরূপ দৃষ্ট না হয়, তখনই মথুরায় উদয় যেন সমীপস্থ ॥ —এইরূপে দেখান হল, মথুরায় সূর্য্যোদয় খুব সকাল সকাল হয় এবং চতুর্দিকের অবস্থা তদনুরূপই হয়। এই সময়ে কংস মল্লকীড়াশ্রম মহোৎসব কাষয়ামাস—আরম্ভ করিয়ে দিলেন। —এইরূপে নিজের বোধোপায় নিজেই করলেন, এইরূপে তার যে ছবুদ্দি প্রকাশ, তাতে আশ্চর্য্যবিত হয়ে মুনি শ্রীশুকদেব কুরুবংশ-জাত মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করছেন ‘কৌরব্য’ বলে। ॥ জী° ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ ব্যুষ্ঠায়াং প্রভাতায়াং সূর্য্যে চান্দ্র্য ইতি। তথাচ ঋতিঃ—“য উদগামহতোহর্গবাং বিভ্রাজমানঃ সলিলম্ মধ্যাং সমা বৃষভো লোহিতাক্ষঃ সূর্য্যো বিপশ্চিগ্নমনসা পুনাবি”তি।

তেষু পৌরা জানপদা ব্রহ্ম-ক্ষত্র-পুরোগমাঃ ।

যথোপজোষং বিবিশু রাজানশ্চ কৃতাসনাঃ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। অন্নয়ঃ : তেষু (মধ্যে) ব্রহ্ম-ক্ষত্র-পুরোগমাঃ (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদয়) পৌরাঃ (পুরবাসিনঃ) জানপদাঃ (দেশবাসিনশ্চ প্রজাঃ) যথোপজোষং (যথাস্থং) বিবিশুঃ (উপবিশন্) রাজানঃ চ (দেশান্তরেভ্যঃ সমাহুতাঃ নৃপাঃ চ) কৃতাসনাঃ ।

৩৪। মূল্যাবাদ : সেইসব মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পুরবাসিগণ, গ্রাম্য লোকেরা এবং অত্রাশ দেশ থেকে সমাগত রাজন্যবর্গ স্ব স্ব নির্দিষ্ট আসনে যথাস্থে উপবিষ্ট হলেন ।

৩২। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুদ : রাত্রি প্রভাত হলে সূর্য জল থেকে উত্থিত হলেন—

শ্রুতিতেও সেরূপই আছে, যথা—দীপ্ত যিনি মহাসমুদ্রের জলমধ্য থেকে উদ্ভিত হচ্ছেন, সেই রক্তচক্ষু সূর্য মঙ্গলময় শিবের মতো বিদগ্ধমনা হয়ে জগতকে পবিত্র করেন । বি°৩২ ॥

৩৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : মহোৎসবসম্বন্ধে—আনর্চুরিতি । রঙ্গ মল্লক্রীড়াস্থানং, পুরুষাঃ কংসভৃত্যঃ, আনর্চুর্মঙ্গলকলসস্থাপনাদিনা অলং চক্ৰুঃ । তথা চ হরিবংশে কংসাদেশঃ—‘স্বঃ সচিত্রাঃ সমালাশ্চ সপতাকাশ্চৈব চ । সুবাসিতা বপুশ্চ উপনীতৌত্তরচ্ছদাঃ ॥ ত্রিযন্তাং মঞ্চবাটাশ্চ বলভো বীথয়ন্তথা । অক্ষবাটে করীশস্ত কলন্ত্যাং রাশয়োইবায়্যাঃ ॥ ঘণ্টাভরণশোভাশ্চ বলয়শ্চানুরূপতঃ । স্থাপ্যন্ত্যাং সুনিখাতাশ্চ পানকুন্তা যথাক্রমম্ ॥ উদভারবহাঃ সর্বৈ সকাঞ্চনঘটোত্তমাঃ । বলয়শ্চোপকল্যন্ত্যাং কষায়াশ্চ বকুন্তশঃ ॥’ ইতি । পতাকাভিশ্চৈলানি বস্ত্রনির্মিতানি তোরণানি তৈশ্চ ।

৩৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদ : মহোৎসবের স্বরূপ বলা হচ্ছে — আনর্চু ইতি । রঙ্গং—মল্লক্রীড়া স্থান । পুরুষাঃ—কংসভৃত্য সকল । আনর্চু—মঙ্গল কলসাদি স্থাপনের দ্বারা অলঙ্কৃত করল । —হরিবংশেও কংসাদেশ একরূপই আছে, যথা—“কাল মল্লক্রীড়া স্থান এইরূপে সজ্জিত কর, যথা—বিচিত্র ছবি, মালা, পতাকা, অঙ্কিত পুতুলে চিত্র বিচিত্র ও গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত চাদোয়া সকল টানিয়ে দেও । মঞ্চালয়, তোরণ, ও সারি সারি বক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ নির্মাণ কর । মল্লদের ঘর্ম মার্জনের জন্য মল্লক্রীড়া-পথে রাশি রাশি শুকনো গোবর জমা করে রাখ । ঘণ্টা-আভরণ-গোরোচনা-অনুরূপ বলয় সাজিয়ে রাখ, এবং পানার্থ জলপূর্ণ সূদৃঢ় কুন্তসকল মাটিতে পুতে তার উপর সুন্দর সুন্দর সোনার ঘট রেখে দেও । প্রতি কুন্ত বলয় অঙ্গরাগ প্রভৃতি দ্বারা সাজিয়ে রাখ ।” পতাকা-চৈল-তোরণাঃ—পতাকা ও বস্ত্রে নির্মিত তোরণের দ্বারা সজ্জিত কর মল্লক্রীড়া স্থান ।

৩৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : পুরুষাঃ কংসস্ত কর্মচারিণঃ । আনর্চুঃ মঙ্গলকলসস্থাপনাদিনা অলং চক্ৰুঃ । জঘ্নিরে বাদনাথং কাষ্ঠিকাভিরতাড্যন্ত । ॥ ৩ ॥

৩৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুদ : পুরুষাঃ—কংসের কর্মচারী । আনর্চুঃ মঙ্গলকলস স্থাপনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করল । জঘ্নিরে বাজানোর জন্য কাঠি মারল ভৈরবঃ—ঢাকে ।

৩৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : যথোপজোষমিত্যত্র বিশেষঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘রাজমঞ্চেষু চাকৃতাঃ সহ ভূতৈর্মহীভূতঃ। অন্তপুরাণং মঞ্চাশ্চ তথাশ্চে পরিকল্পিতাঃ ॥ অশ্বে চ বারমুখ্যানামন্যে নগরযোষিতাম্। অক্রুরবসুদেবৌ চ মঞ্চমধ্যে ব্যবস্থিতৌ ॥ নগরীযোষিতাং মধ্যে দেবকী পুত্রগর্ভিনী ইতি। হরিবংশে—‘মঞ্চাগারৈঃ স্তনিস্মৃত্তৈষু দ্বায় স্তবিভূষিতৈঃ। সমাজবাটঃ শুশুভে সমেঘৌষ ইবার্ণবঃ ॥ শ্রেণীনাঞ্চ গণানাঞ্চ মঞ্চা ভাস্ত্যচলোপমাঃ। অন্তঃপুরগণানাঞ্চ প্রেক্ষাগারানাংদূরতঃ ॥ রেজুঃ কাঞ্চনচিত্রাণি রত্নজালাকুলানি চ। গণিকানাং পৃথঙ্ মঞ্চাঃ শুভৈরাস্তুরণাঘরৈঃ ॥ শোভিতা বারমুখ্যাভির্বিমানপ্রতিমৌজসঃ। অন্যে চ মঞ্চা বহবঃ কাষ্ঠসম্বয়বন্ধনাঃ। রেজুঃ প্রস্তরগাস্ত্র শতশোইথ সহস্রশঃ।’ ইত্যাদি। অত্র পূর্বত্ৰ মঞ্চপ্রাপ্ত ইতি রাজ্ঞ এবৈতি জ্ঞেয়ম্, মুখ্যত্বেন তস্মৈব প্রাপ্তেঃ। তাভ্যাং দেবকী-ভাবকুতিশঙ্কয়া কংসেন তথ্যচরিতত্যাচ্চ। নাগরীমঞ্চেষু দেবকীপ্রবেশে হেতুঃ—পুত্রগর্ভিনীতি। কংসেনানাদৃতত্বেনাস্তঃপুর-মঞ্চাপ্রবেশাদিতি ভাবঃ। বিবিষ্টরূপাবিশিষ্ট। কৃতং নিশ্চয় নাস্তুমানসং তত্তদ্যোগ্যপীঠাদিকং যেষাং তে ॥

৩৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদ : যথোপজোষঃ ইতি—ব্রাহ্মণাদি সকলে স্ব স্ব নির্দিষ্ট আসনে যথাস্থে বসে গেলেন—এই বিষয়ে বিশেষভাবে বলা হয়েছে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, যথা—“ভূতাগণ সহ রাজা রাজমঞ্চেষু বসলেন। অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের অন্য মঞ্চে আসন করা হল। গণিকাশ্রেষ্ঠাদের জন্য অন্য এক মঞ্চ রচনা করল। নগরযোষিৎদের জন্য অন্য এক মঞ্চ। মঞ্চমধ্যে অক্রুর ও বসুদেবের বসার ব্যবস্থা করা হল। নগরযোষিৎদের মধ্যস্থলে পুত্রলুপ্ত দেবকীদেবীর আসন করা হল।”

হরিবংশে—“যুদ্ধার্থে স্তসম্পাদিত স্তবিভূষিত মঞ্চাগারের দ্বারা সভাগৃহ শোভা পেতে লাগল, মেঘমালা-পূরিত সমুদ্রের ন্যায়। নানা গোষ্ঠীর নানা শ্রেণীর মঞ্চ সকল পর্বতের মতো শোভা পেতে লাগল। মল্লযুদ্ধ দর্শনার্থী অন্তঃপুর নারীদের বসার মঞ্চ কাঞ্চনচিত্র ও রত্নজাল সমূহে অলংকৃত হয়ে অদূরেই শোভা পেতে লাগল। গণিকাদের পৃথক মঞ্চ সকল চাঁদরের আস্তরণে শোভিত হল। মুখ্যামুখ্য বারবণিতাদের দ্বারা শোভিত সেই মঞ্চ সকল দেবরথের মতো জলজ্বল করতে লাগল। অন্য আরও বহু বহু মঞ্চ কাষ্ঠসমূহে তৈরী হল, আর তথায় শত সহস্র আচ্ছাদন শোভা পেতে লাগল।”

হরিবংশ শ্লোকে প্রথমেই যে মঞ্চের কথা বলা হল, উহা রাজার, একরূপ বুঝতে হবে। কারণ মুখ্য বলে প্রথম আসনটি তারই প্রাপ্য। দেবকীর মতই অক্রুর ও বসুদেবের আসন মঞ্চের মধ্যস্থানে কর হয়েছে, এ দু জনের ভাব ও কর্ম দেবকীর মতই হবে, এই আশঙ্কায় কংসই একরূপ ব্যবস্থা করেছে। পুররমণীদের মঞ্চ মাতা দেবকীদেবীর প্রবেশে হেতু তিনি পুত্রলুপ্ত, এই লুকুতা অংশে তাঁদের সহিত মিল। আরও কংসের দ্বারা অনাদৃত হওয়া হেতু রাজ-অন্তঃপুর-বাসিনীদের মঞ্চ প্রবেশ নিষেধ একরূপ ভাব। কৃতাসনাঃ—[কৃত=ন্যস্ত] যাঁর যেমন যোগ্যতা সেইভাবে ন্যস্ত হয়েছে আসন যাঁদের সেই লোক সকল, যাঁর যাঁর আসনে বিবিষ্টঃ—উপবিষ্ট হলেন। ॥ জী° ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : যথোপজোষঃ যথাস্থম্ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : যথোপজোষঃ—যথা স্থখে।

কংসঃ পরিব্রতোহমাতৈঃ রাজমঞ্চ উপাविशत् ।

मणुलेश्वरमध्यास्था हृदयेन विदूयता ॥ ৩৫ ॥

৩৫। অবয়ব : আমতৈঃ (মন্ত্ৰিভিঃ) পরিব্রতঃ মণুলেশ্বরমধ্যস্থঃ কংসঃ বিদূয়তা (বিশেষেণ ‘দূয়তা’ উপতপ্যমানেন) হৃদয়েন রাজমঞ্চ উপাविशत् ।

৩৬। মূলানুবাদ : মন্ত্ৰীগণের দ্বারা পরিব্রত ও মণুলেশ্বর নৃপগণের মধ্যস্থ কংস বিশেষভাবে দক্ষমান হৃদয়ে রাজমঞ্চ উপবিষ্ট হল।

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** রাজমঞ্চশোভাস্তত্ৰৈব—‘প্রাঙ্কুখশ্চাত্র নিম্মুক্তো মেরুশৃঙ্গ-সমপ্রভঃ। রুক্মযন্ত্রনিভস্তস্তচিত্রনির্ঘোগশোভিতঃ ॥ প্রেক্ষাগারঃ স কংসস্ত চকাশেইপাখিকং শ্রিয়া। শোভিতো মালাদ্যামাতৈর্নিবাসকৃত লক্ষণঃ ॥’ ইতি। ‘স দৃষ্ট্য়া সর্বনিম্মুক্তিং প্রেক্ষাগারং নৃপোত্তমঃ। শ্রেণীনাং দৃঢ়সংযুক্তৈর্মঞ্চবার্টির্নিরন্তরম্ ॥ সোত্তরণায় যুক্তাভিবলভীভির্বিভূষিতম্। কাঞ্চনীভিঃ প্রবদ্ধাভিরেকস্তৈশ্চ শোভিতম্ ॥ সর্বতঃ সারনির্ঘূহং স্বায়তং সুপ্রতিষ্ঠিতম্। উদকপ্লবন-সুম্নিষ্টং নক্ষারোহণমুত্তমম্ ॥ নৃপাসন পরিক্ষিপ্তং সঞ্চার-পথসঙ্কুলম্। ছন্নং তদেদিকাভিষ্চ মানবৌঘভক্ষয়ম্ ॥’ ইতি। তত্র মঞ্চপ্রেক্ষাগারয়োঃ স্নল্লবহুল-পরিচ্ছদাদীনাং ভেদো জ্ঞেয়ঃ। মণুলেশ্বরঃ খণ্ডমণ্ডলপত্যঃ তেবাং মধ্যস্থঃ, কংসসেবকভেন তেমাং তন্মঞ্চ এব স্থিতেঃ। রাজানশ্চাত্রে তন্মিত্রনৃপা ইতি ভেদঃ। যদ্বা, পৃথঙ্ মঞ্চোপবিষ্টানাং তেষামেব মঞ্চবর্গমধ্যে কংসমঞ্চস্ত বৃত্তেঃ। বিশেষেণ দূয়তা দূয়মানেন হৃদয়েনোপগম্যত ইতি। স্বভাবতো নিত্যভীত-দ্বাদ্বিশেষতশ্চ দুর্নিমিত্তাদিদর্শনাৎ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ :** শ্রীহরিবংশেই রাজমঞ্চের কথা একরূপ বলা হয়েছে,—“রাজমঞ্চটি পূর্বমুখী হয়ে অত্র থেকে পৃথক স্থানে স্থিত, মেরুশৃঙ্গসম উজ্জ্বল। স্বর্ণের যন্ত্রের মতো স্তম্ভ, চিত্র ও নির্ঘোগে শোভিত কংসের সেই দর্শন মঞ্চটি শোভায় অন্য সব থেকে অধিক দীপ্তি পাচ্ছে। মালা-পুষ্পগুচ্ছে শোভিত হয়ে সৌন্দর্যের পরাবধি লাভ করেছে।” ইতি। “নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা কংস অন্যসব মঞ্চ অর্থাৎ দর্শনাগার থেকে পৃথক স্থানে নির্মিত রাজমঞ্চটি দেখলেন—সর্বশ্রেণীর দর্শকদের দৃঢ়সংযুক্ত বহুবহু মঞ্চগৃহের দ্বারা জমজমাট সেই রাজমঞ্চ। দর্শকদের সাময়িক বিশ্রামের জন্য উহা ঝুলবারান্দা বিভূষিত। আরও উহা হরিদ্রাবর্ণ স্তূল একই রকম স্তম্ভ সকলের দ্বারা শোভিত। এই স্তম্ভগুলি সর্বতোভাবে দৃঢ় ভিতের উপরে নিজ বিস্তারে সুপ্রতিষ্ঠিত। রাজ-মঞ্চ আরোহণের জন্য উত্তম সিঁড়ি সংযুক্ত হয়েছে। নৃপাসনের চারদিকে চলাচলের পথ বিত্তমান। চাঁদোয়ায় এই রাজদর্শনাগারটি আচ্ছাদিত। চতুর্দিকের সেই বেদিকা-সমূহ মনুষ্যদের সংসার ক্ষয়ের কারণ হল। শ্রীহরিবংশের ‘মঞ্চ’ ‘প্রেক্ষাগারের’ মধ্যে অল্পবিস্তর পরিচ্ছদাদির ভেদ বর্তমান, একরূপ বুঝতে হবে। মণুলেশ্বর মধ্যস্থ—খণ্ডমণ্ডলপতি নৃপগণের মধ্যস্থ হয়ে বিরাজিত কংস। কংস-সেবক বলে এদের বসবার আসন রাজমঞ্চ। রাজগণের থেকে নৃপগণ ভিন্ন—নৃপগণ রাজগণের মিত্র। অথবা, পৃথক্ মঞ্চোপবিষ্ট এই নৃপগণেরই মঞ্চবর্গ মধ্যে কংসমঞ্চের স্থিতি।

বাগ্মানেষু তুর্যেষু মল্লতালোত্তরেষু চ ।

মল্লাঃ স্বলঙ্কৃতা দৃপ্তাঃ সোপাখ্যায়াঃ সমাসত ॥ ৩৬ ॥

চাণুরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশল এব চ ।

ত আসেদ্ররূপস্থানং বন্ধুবাগ্মপ্রহরিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৬। অর্থঃ : মল্লতালোত্তরেষু (মল্লতাল 'উত্তরে' উপরি উচ্চৈঃ শ্রবতে যেষু তেষু) তুর্যেষু বাগ্মানেষু (সংস্কৃ) সোপাখ্যায়াঃ (মল্লাচার্যৈঃ সহিতাঃ) স্বলঙ্কৃতাঃ দৃপ্তাঃ মল্লাঃ সমাসত (রঙ্গভূমিঃ প্রবিবিশুঃ)।

৩৭। অর্থঃ : চাণুরঃ, মুষ্টিকঃ, কূটঃ, শলঃ তোশলঃ এব চ তে বন্ধুবাগ্মপ্রহরিতাঃ উপস্থানং (মল্লরঙ্গম্) আসেদ্রঃ (আজগুঃ)।

৩৬। মূলানুবাদ : রণবাগ্ম তুরীসকল নিজে নিজেই বাজতে থাকলে, এবং ইহা ছাপিয়ে মল্লোচিত তালপ্রধান শ্রুত হতে থাকলে স্বলঙ্কৃতা মহাগবী মল্লগণ মল্লাচার্যের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করল, সগর্বে অসঙ্কোচে।

৩৭। মূলানুবাদ : চাণুর, মুষ্টিক, কূটঃ, শল, তোশল প্রভৃতি মল্লগণও শিগ্যবর্গ এবং উৎসাহ বর্ধক জনদের নিয়ে মল্লরঙ্গোচিত স্থলে এসে উপস্থিত হল, মনোহর বাদ্য শ্রবণে হৃষ্ট হয়ে।

বিদ্বদ্ভা—বিশেষভাবে 'দ্বয়তা' দহমান বক্ষোদেশা কঃস। কঃসের স্বভাবতঃই সব সময়ই ভীতি থাকায় সাধারণ জ্ঞান তো ছিলই এখন নানা অশুভ লক্ষণ দর্শন হেতু বিশেষ ভীতিতে অন্তর্জালায় দক্ষ হতে লাগলেন। ॥ জী• ৩৫ ॥

৩৬। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : বিদ্বয়তা দ্বয়মানেন হৃদা উপলক্ষিতঃ । ॥ ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকানুবাদ : বিদ্বয়তা—দহমান বক্ষোদেশের দ্বারা বিশেষ ভাবে লক্ষিত।

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ন কেবলঃ স্বয়মেব বাগ্মানেষপি তু মল্লানাং তালশ্চ স্ববাহুল্যবাত । স উত্তরস্তদধিকতয়া শ্রবমাণো যেষু তাদৃশেষু চেতি তদ্বাদ্যাদ্যধিকশব্দোহয়ঃ মল্লানাং মহাবলিষ্ঠতোক্ত। যদ্বা, বহিঃ সাধারণেষু তুর্য্যেষু বাগ্মানেষু অন্তস্ত মল্লোচিততালপ্রধানেষু বাগ্মানেষু যতো দৃপ্তাঃ সগর্বাঃ । অতএব সমাগসঙ্কোচেনাসর্বতোহবিশন প্রবিবিশুঃ ।

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : বাদ্যমানেষু তুর্য্যেষু—'তুরী'(পিতলের রণবাগ্ম)—ইহা যে কেবল নিজে নিজেই বাজতে লাগল তাই নয়, অধিকন্তু মল্লরা নিজবাহুল্য ঠেকে যে তাল উঠায় সেই তালে বাজতে লাগল। আরও মল্লতালোত্তরেষু—এই বহুল্য ঠোকার শব্দ তুরীর শব্দ থেকে 'উত্তর' অধিক রূপে শোনা যেতে লাগল—এই কথায় মল্লদের মহাবলিষ্ঠতা উক্ত হল! অথবা, বাইরে সাধারণ তুরী নিজে নিজেই বাজতে থাকল কিন্তু রঙ্গস্থলের ভিতরে মল্লোচিত বাহুল্য ঠোকার তাল প্রধান ভাবে বাজতে লাগল। — কারণ মল্লগণ দৃপ্তাঃ—মহাগবিত। — অতএব সমাসত—[সম্+আ+সত] সম্যক=অসঙ্কোচে, আ=সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ তাল ঠেকতে ঠেকতে সত=অবিশন অর্থাৎ প্রবেশ করল।

নন্দগোপাদয়ো গোপা ভোজরাজসমাহৃতঃ ।

নিবেদিতোপায়নাস্তে একস্মিন্ মঞ্চ আবিশন্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে

পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

মল্লরঙ্গোপবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

৩৮। অর্থঃ : নন্দগোপাদয়ঃ গোপাঃ ভোজরাজসমাহৃতঃ নিবেদিত উপায়নাঃ একস্মিন্ মঞ্চ আবিশন্ (উপবিষ্টাঃ)

৩৮। ফুলাবুবাদ : ভোজরাজ কংস অক্রুর ও ভোজবর্গকে পাঠিয়ে নন্দাদি বৃদ্ধগোপগণকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে রঙ্গস্থলে নিয়ে এলেন। তারা কংসকে উপঢৌকন দেওয়ার পর অত্ৰ একই মঞ্চ গিয়ে বসলেন।

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : মল্লতালোত্তরেষু মল্লোচিত তালপ্রধানেষু ॥ বিং ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ : মল্লতালোত্তরেষু—মল্লোচিত তাল-প্রধান বাত্মান হতে থাকলে ॥ বিং ৩৬ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : উপতিষ্ঠন্তি আরাধয়ন্তি কংসং যত্র তত্পস্থানং মল্লরঙ্গো-
চিতস্থলমাসেদুঃ প্রাপ্তবন্তঃ । এব কারণে চাণুরাদয় এবাসেদুঃ, কিমুতাত্তে তচ্ছিত্তা ইত্যর্থঃ । চকারাৎ
প্রাশ্নিকবর্গাশ্চ, তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘মল্লঃ প্রাশ্নিকবর্গাশ্চ রঙ্গমধ্যে সমীপগঃ । কৃতঃ কংসেন’ ইতি ।
অস্ত্যর্থঃ—মল্লা বাহুযোধিনঃ, প্রাশ্নিকাশ্চানুমোদনাদিনা তত্ৎসাহনাদিপরাস্তেবাং বর্গ ইতি । জী° ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : উপস্থানং—যে স্থানে নানারূপ খেলা দেখিয়ে
কংসের সন্তোষবিধান করা হয় তাকে বলে ‘উপস্থান’, এক্ষেত্রে মল্লরঙ্গোচিত স্থল আসেদুঃ—তথায়
এসে পৌছলেন। এব—এই ‘এব’ কারের দ্বারা বুঝানো হল, চাণুরাদিও এসে পৌছল, তাদের অত্ৰ
শির্ষবর্গের কি কথা। চ—এই ‘চ’ কারে মধ্যস্থ ব্যক্তিগণও অর্থাৎ (রেফারীগণও)—যে এসে
পৌছল, তা বুঝানো হল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে—“মল্ল ও প্রাশ্নিকবর্গ সকলে এসে পৌছে
গেল।” অর্থাৎ ‘মল্ল’ বাহুযোদ্ধা ও ‘প্রাশ্নিক’ অনুমোদনাদি দ্বারা এই যুদ্ধে উৎসাহনাদিপরা
জনদের বর্গ—দল এসে পৌছে গেল। জী° ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : উপস্থানং মল্লরঙ্গভূমি ॥ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ : উপস্থানং—মল্লরঙ্গভূমি । বিং ৩৭ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ভোজরাজেন কংসেন সমাক্ নূনমক্রুরজ্ঞাতিভোজবর্গ-
প্রস্থাপনেন বৃদ্ধগোপাঃ সাদরমাহৃতঃ সন্তুঃ, অতো ধনুর্ভঙ্গাদি-শঙ্কয়া স্বয়মপ্রবিষ্টা ইতি জ্ঞেয়ম্ । সমা-
স্থানমাশ্বাসনায়, তচ্চ শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্মল্লযুদ্ধে প্রবর্তনাত্তর্থমিতি জ্ঞেয়ম্ । তে শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রিয়া অপি

কুবলয়াপীড়বধপূর্বকং স্বচ্ছন্দেন রঙ্গান্তঃ প্রবেষ্টুং ত্রীকৃষ্ণেচ্ছয়ৈব তাষামাদৌ তত্র গমনমিত্যাহম্ ।
অতএবৈকস্মিন্নেব, ন তু পৃথক্ পৃথক্, মঞ্চে উপবিষ্টাঃ ॥ জী০ ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : ভোজরাজ—ভোজরাজ কংসের দ্বারা সমাহুতাঃ
—[সম্যক্ + আহুতাঃ] নিশ্চয়ই নন্দজ্ঞাতি অক্রুর ও ভোজদের প্রেরণ দ্বারা বৃদ্ধগোপগণ সাদরে নিমন্ত্রিত
হলেন। এতে বুঝা যাচ্ছে, তাঁরা ধনুর্ভঙ্গাদি ব্যাপার জনিত শঙ্কায় ঐ রঙ্গভূমিতে স্বেচ্ছায় ঢোকেননি।
সাদরে আহ্বান করলেন, ভরসা দেওয়ার জন্য, তাও ত্রীকৃষ্ণদ্বয়কে মল্লযুদ্ধে প্রবর্তনাদি প্রয়োজনে,
একরূপ বুঝিতে হবে। এই নন্দাদি গোপগণ ত্রীকৃষ্ণকপ্রিয় হয়েও কুবলয়হন্তী বধপূর্বক স্বচ্ছন্দে রঙ্গভূমি-
মধ্যে প্রবেশে প্রবৃত্ত ত্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছাতেই কৃষ্ণরামাদির আগেই তথায় গমন করলেন, একরূপ বুঝে নিতে
হবে। অতএব একই মঞ্চে নন্দাদি সকলে একসঙ্গে বসলেন, পৃথক্ পৃথক্ মঞ্চে নয়। ॥ জী০ ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : সমাহুতাঃ সম্যক্ সাদরং সাস্থাসঞ্চাহুতা ইত্যর্থঃ। তত্রা-
স্থাসচ্চ ভো ব্রজরাজ, হং মে মণ্ডলেশ্বরমুখ্যাহসি গোষ্ঠাদাগতোহপি কিং ভীতৌব মাং ন সঙ্গতোহিভুঃ।
ধনুর্ভঙ্গং খলু পুত্রয়োদৌরাভ্যাং মামংস্থাঃ। তাভ্যাং হ্যঃ স্ববলপরীক্ষিব মহ্যং দত্তা তৌ বলিষ্ঠৌ ঞ্চৈব
দ্রষ্টুমাহুতো তং যুয়ং শীঘ্রমাগচ্ছত মাভৈষ্ঠেত্যাদিকঃ। অতএব রাজাজ্ঞাগৌরবাদেব কাপি প্রাতরেব
গতৌ স্বপুত্রৌ তত্রাপশ্যন্নপি তদাগমনমনপেক্ষেব পরমাপ্তবুদ্ধিমতো গোপানেব তয়োৱক্ষার্থং শীল-
শিক্ষণার্থং চ নিযুক্ত্য হিতোপদেশবাক্যং সন্দিগ্ধ্য চ দ্রুতং নন্দ আজগাম, উপানন্দাদয়শ্চ দ্রুতমায়াতাঃ
কংসায় নিবেদিত-দধি-ঘৃত-বস্ত্র-স্বর্ণমুদ্রাদ্রোণায়নঃ রাজমঞ্চে উপবেশস্থানাদর্শনাদ্রাজ্ঞ আজ্ঞয়েবাত্মস্মিন্
একস্মিন্ মঞ্চে উপবিবিশুঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিতাঃ হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

দ্বিচত্বারিংশকঃ সাধু দশমেইজনি সঙ্গতঃ ॥

— ০ —

৩৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদঃ : সমাহুতাঃ—[সম্যক্ + আহুতাঃ] ‘সম্যক্,’ সাদরে ও
ভরসাদানের সহিত রাজা কংসের দ্বারা নিমন্ত্রিত হলেন নন্দ মহাশয়। এইরূপে ভরসা দিলেন, যথা—
ওহে ব্রজরাজ আপনি আমার মণ্ডলেশ্বরগণের মধ্যে মুখ্য। গোষ্ঠ থেকে এসেও গিয়েছেন; তবে
ভীত হয়েই কি আমার সঙ্গে মিলিত হন নি। ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপারটাকে আপনার পুত্রদ্বয়ের দৌরাভ্যা
বলে মনে করবেন না। তারা নিজেদের বল পরীক্ষাই দিয়েছে আমার কাছে। তারা বলিষ্ঠ, একথা
শুনেই আমি তাদের দেখবার জন্য ডেকেছি, তাই বলছি ভয় করবেন না। শীঘ্র আপনারা আসুন,
ইত্যাদি। অতএব রাজ-আজ্ঞা গৌরবেই, কোনও সাতসকালেই বেরিয়ে যাওয়া নিজ পুত্রদের তথায়
দেখতে না পেয়েও তাদের আগমনের অপেক্ষা না করেই পরমাত্মীয়বুদ্ধি-পোষণকারী গোপদিকেই

তাদের রক্ষা ও ব্যবহার শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করত ও তাঁদের জন্য হিতোপদেশ বাক্য বিজ্ঞাপিত করত দ্রুত মল্লস্থানে আগমন করলেন। উপানন্দাদি গোপেরা দ্রুত এসে কংসকে দধি-দুত-বস্ত্র-স্বর্ণমুদ্রাদি উপায়গ প্রদান করলেন—অতঃপর রাজমঞ্চে উপবেশন স্থান না দেখে রাজার আদেশেই অন্য এক মঞ্চে গিয়ে বসলেন। বি० ৩৮ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনুপুৰে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমগিকৃত

দশমে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

—:—

